CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 May, 2021 ■ আগরতলা, ১৮ মে, ২০২১ ইং ■ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজপথে কারফিউতে স্বতস্ফুর্ত সাড়া, শহরতলীতে বিপরীত চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় করোনা কারফিউর প্রথম দিনে শহরতলীতে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। রাজপথে বিশেষ করে শহরে কারফিউ মানা হলেও শহরতলীর বিভিন্ন বাজারে ছিল বিপরীত দৃশ্য। করোনার কারফিউ জারি ছিল বলে মনেই হয়নি। দেদার লোক সমাগম হয়েছে বাজারগুলিতে। বেপরোয়া ভাবে চলে যাতায়াত। যদিও যান চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু দোকানপাট ছিল খোলা।

রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নজরদারী ছিল। কিন্তু শহরতলীতে তেমন কোন উদ্যোগ নজরে আসেনি। তাতেই অসেচতন মানুষগুলি বাজারে ভীড় করেছে। প্রয়োজনের বাইরে মানুষজন বাড়ির বাইরে এলোপাথাড়ি চলাফেরা করেছে। এভাবে চলতে থাকলে করোনা কারফিউ জারি করার যে উদ্দেশ্য তা মাঠে মার খাবে। প্রশাসনকে আরেকটু সতর্ক ও কঠোর হতে হবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

এদিকে, রাজধানী শহর আগরতলা ছাড়াও গতকালই কয়েকটি জায়গায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে মানুষজনের যথেচ্ছ যাতায়াত দেখা গিয়েছে। অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনকে এই ব্যাপারে কঠোর হতে হবে বলে মনে করছেন সচেতন নাগরিককরা।

দৈনিক সংক্রমণ কমে ২.৮১-লক্ষাধিক ভারতে কোভিডে মৃত্যু ২৭৪,৩৯০

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.)।। ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৮৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪ হাজারের বেশি রোগীর। একইসঙ্গে রবিবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৪১ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮,২৯,২৬,৪৬০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১০১,৪৬১। ১০১,৪৬১ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৫.১৬-লক্ষতে (১৪.০৯ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ২,৮১, ৩৮৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৪৯,৬৫,৪৬৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪, ১০৬ হাজার জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৪, ৩৯০ জন (১.১০ শতাংশ)। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৯৭ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৪১ জন। ফলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারাগার ও হোমের অবাসিকদের করোনা পরীক্ষায় গুরুত্ব দিতে রাজ্য সরকারকে বলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি সংক্রান্ত স্বতপ্রণোদিত মামলার হাইকোর্টে শুনানী হয়েছে সোমবার। এদিন মুখ্য বিচারপতি এ এ কোরেশি এবং বিচারপতি এস তলাপাত্রের বেঞ্চে মামলাটি শুনানীর জন্য উঠে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে এফিডেবিটের মাধ্যমে যাবতীয় প্রস্তুতির তথ্য তুলে দিয়েছে হাইকোর্টে।

এদিন হাইকোর্ট বলেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন কারগার এবং হোমগুলিতে যারা আবাসিক রয়েছে তাদেরকে করোনার পরীক্ষা করার উপর জোর দিতে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে শিশুদের আক্রান্তের বিষয়ে আরও বেশী সংবেদনশীল হয়ে কাজ করার কথা বলেছে। আগামী ২৪ মে মামলার পরবর্তী শুনানী হবে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা পুণরায় জানানোর জন্য বলেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, এর আগে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে বলেছিল আদালতে তথ্য দেওয়ার জন্য যে রাজ্যের করোনা মোকাবিলায় কি ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। কত সংখ্যক শয্যা রয়েছে, কয়টি শয্যায় এক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা সংক্রান্ত কি ধরনের পরিকাঠামো রয়েছে তা সবিস্তারে জানানোর জন্য। এদিন আদালত রাজ্য সরকারকে বলেছে করোনা আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের লোকজন যাতে যেকোন সময় তথ্য পেতে পারে তার জন্য হেল্প লাইনের ব্যবস্থা করার।

কুমারঘাটে টিএসআর ক্যাম্পে জওয়ানের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। সায়দাবাড়ি টিএসআর ক্যাম্প থেকে এক জওয়ানের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।কুমারঘাট থানাধীন সায়দাবাড়ীস্থিত টিএসআর ১৩ নং বেটেলিয়ানের ব্যারাক থেকে উদ্ধার বছর ৫০ এর এক টিএসআর জাওয়ানের রক্তাক্ত দেহ।

নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে ঐ জাওয়ান আত্মঘাতি হয়েছেন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।আত্মঘাতি জাওয়ানের নাম অমৃত লাল সিনহা।ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, রবিবার ভোর রাতে ব্যারাকে থাকা অন্য জাওয়ানরা গুলির শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ব্যারাকের নিজ ঘরেই মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে জাওয়ানের দেহ।খবর ছড়িয়ে পরতেই সেখানে ছুটে যান বাহিনির কামাণ্ডে সহ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং কুমারঘাট থানার পুলিশ ও ফরেনসিক টিম।প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা হিসেবেই দাবি পুলিশের।

মৃত জাওয়ানের বাড়ি ফটিকরায় থানাধীন কাঞ্চনবাড়ী এলাকায় বলে জানা গেছে।তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা না অন্যকিছু তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।ঘটনাটি যদি আত্মহত্যাই হয়ে থাকে তবে এর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় নিখোঁজ গৃহবধূর মৃতদেহ মিলল ১৪ দিন পর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার দুর্গাপুরের নবদ্বীপ নবদ্বীপ পাড়ার এক উপজাতি গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গন্ডাছড়ার দুর্গাপুর এবং নবদ্বীপ পাড়ায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ,গত ৪ঠা মে গন্ডাছড়ার দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা সচিরানি ত্রিপুরা জঙ্গলের লতাপাতা সংগ্রহ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এরপর আর বাড়িতে ফিরে না আসায় অনেক খোজাখুজির পর কোথাও না পেয়ে গত ৬ তারিখ সচিরানির স্বামী মধুচন্দ্র ত্রিপুরা গন্ডাছড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন। অবশেষে গত রবিবার নবদ্বীপ পাড়ার গভীর জঙ্গলে লুঙ্গার ছড়ার পাশে গ্রামবাসীরা লতাপাতা

সংগ্রহ করতে এসে উলঙ্গ অবসায় মৃতদেহটি দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া থানায়। পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহটি সচিরানির বলে সনাক্ত করে। কিন্তু দুর্গন্ধ পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে নিয়ে আসা কোন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা-কারফিউতে রাজ্যে চলবে অফিস, জারি আদেশ

আগরতলা, ১৭ মে (হি.স.)।। ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব বিভিন্ন সরকারি দফতর, সংস্থার অফিসগুলি পরিচালন সম্পর্কে গতকাল এক আদেশ জারি করেছেন। এই আদেশে গত ৩ মে জারিকৃত আদেশের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সারা রাজ্যে পুনরায় আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত অফিসে কাজের সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪-টা হবে।

এছাড়া, হেড অব অফিসের দ্বারা তৈরি রোস্টার অনুযায়ী ৫০ শতাংশ নন গ্যাজেটেড কর্মচারীরা বাড়ি থেকে কাজ করবেন। তবে পুলিশ, শহরে স্বশাসিত সংস্থা, জেলা প্রশাসন, পানীয়জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, অগ্নি নির্বাপণ ও আপৎকালীন পরিষেবা, কারাগার, সমাজকল্যাণ দফতরের হোম ইত্যাদি জরুরি পরিষেবার সাথে জড়িত দফতরগুলির কাজকর্ম স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে। এ ব্যাপারে কোনও সংশয় উৎপন্ন হলে সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিব সিদ্ধান্ত নেবেন।

তবে যাঁরা বাড়ি থেকে কাজ করবেন প্রয়োজনে তাঁদেরও হেড অফিস ডাকতে পারবে। উল্লিখিত ৩ মে-র আদেশ করোনা-কারফিউ এবং কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে থাকা অফিসগুলির ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কিন্তু করোনা-কারফিউ এবং কন্টেইনমেন্ট জোনের আওতাধীন এলাকার সরকারি অফিস, সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, খাদ্য ও জনসংভরণ, ব্যাঙ্ক, অগ্নি নির্বাপণ, টেলি যোগাযোগ, পেট্রোল পাম্প, জেল, আদালত, সমাজকল্যাণ দফতর পরিচালিত হোম, বন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ধলাই জেলার কমলপুরের হালাহালীতে পারিবারিক কলহের জেরে সোমবার দুপুর নাগাদ বিষপানে আত্মহত্যা করেছে এক গৃহবধূ ।পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষপান করে আত্মহত্যা করল এক গৃহবধূ। মৃত গৃহবধূর নাম সুপ্রিয়া দেবনাথ (৩৫)। স্বামী অজিত দেবনাথ। এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কমলপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম হালহালি গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,পশ্চিম হালাহালি গ্রামের বাসিন্দা অজিত দেবনাথ গত আট বছর আগে সুপ্রিয়া দেবনাথকে সামাজিক ভাবে বিয়ে করেন। এরপর থেকে তাদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। সামান্য বিষয় নিয়েও ঝগড়া হতো এবং ঝগড়া মারাত্মক আকার ধারণ করতে শুরু করে। সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল ও ডিজেল ফের মহার্ঘ্য, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.)।। দাম কমার কোনও লক্ষণ তো দেখাই যাচ্ছে না, বরং মূল্যবৃদ্ধিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েই চলেছে জ্বালানি তেল। সোমবার ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯২.৬৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৬.০৬ টাকাউ দিল্লিতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯২.৫৮ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৩.২২ টাকা।

কলকাতা ও দিল্লির পাশাপাশি এদিন মুম্বই ও চেন্নাইতেও বেড়েছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। মুম্বইয়ের ১০০ টাকা ছুঁইছুঁই পেট্রোলের দাম, দাম বাড়ার পর সোমবার মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ৯৮.৮৮ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.৪০ টাকা। চেন্নাইয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আবারও জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে আক্রান্ত হলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার চিকিৎসকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পাশাপাশি দাবী জানিয়েছেন যাতে হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় জিবির ট্রমা কেয়ার সেন্টারে দায়িত্বে ছিলেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের চূড়ান্ত বর্ষের দুই চিকিৎসক। সে সময় কিছুটা রোগীর চাপ বাড়ে। নিয়ম অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে আসা রোগীদের দেখতে হয় চিকিৎসকদের। সেই অনুযায়ী সমস্ত রোগীকে দেখতে শুরু করেন চিকিৎসকেরা। একজন রোগীর স্টিচ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের চূড়ান্ত বর্ষের অস্থিরোগ বিভাগের ডা. অরূপ দাস। সেই সময় একজন দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীকে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসে বাড়ির লোকেরা। দু'জন চিকিৎসক ব্যস্ত ছিলেন অন্য রোগীদের নিয়ে। আচমকা দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীর পরিবারের এক সদস্য মদমত্ত অবস্থায় এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। ডা. অরূপ দাস সেলাই কাজে ব্যস্ত থাকায় অপর রোগীকে ওটির সামনে থেকে দেখেন তাঁর হাত কেটে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। সেই রোগীর অবস্থা ততটা সঙ্কটজনক নয় বলে জানান ডা. অরূপ দাস। কিন্তু এরপরেই সেই রোগীর পরিবারের এক মদমত্ত সদস্য ওটির ভেতরে এসে গালাগাল শুরু করেন।

তাকে চুপ থাকতে বলেন চিকিৎসক। কিন্তু কোনভাবেই সে বেরুতে চায়নি। উল্টো গালিগালাজ শুর করে সেই মদমত্ত যুবক। এরপর ডা. অরূপ দাস তাকে জোর করে ওটি থেকে বের করে দিলে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মদমত্ত যুবক। চিকিৎসক অরূপ দাসকে বেধড়ক মারধর করে। ছুটে আসে অন্যান্য কর্মীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নে একের পর এক সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাই দেশ এবং জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই এই সরকার গত তিন বছরে রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নে প্রায় ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাজ্যের প্রথম শিক্ষামূলক চ্যানেল ''বন্দে ত্রিপুরা'-র আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের পরিচালনায় নতুন এই চ্যানেলটি আজ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে। মহাকরণে ভিডিও কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, শিক্ষা সচিব সৌম্যা গুপ্তা, উচ্চশিক্ষা

দপ্তরের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বোতাম টিপে নতুন এই চ্যানেলটির সূচনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বারবার একই রোগী পালাচ্ছে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। উদয়পুর চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর জিবি কোভিদ কেয়ার সেন্টারে আনার পর সোমবার সকালে ফের কোভিদ কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে গেল মামলায় অভিযুক্ত সেলিম মিয়া নামে একজন করোনা পজিটিভ। তার নাম সেলিম মিয়া। অবশ্য তাকে উদয়পুর রেল স্টেশন থেকে পুনরায় আটক করা হয়েছে।

আবারও প্রশ্নচিহ্নের মুখে কোভিড কেয়ার সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বারবার কোভিড কেয়ার সেন্টারের ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জনসমক্ষে আসলেও হেলদোল নেই কতৃপক্ষের। রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে করোনা পজিটিভ রোগীরা পালিয়ে গেলেও কোভিড কেয়ার সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

উল্লেখ্য, কিল্লা থানার একটি মামলায় অভিযুক্ত সেলিম মিয়া নামে একজন করোনা পজিটিভ রোগী রবিবার উদয়পুর চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারের ছাদের বেলকনী দিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেল হেফাজতে থাকতে হচ্ছে ফিরহাদ-সুব্রত-মদন-শোভনকে

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.)।। নারদ মামলায় রাজ্যের চার হেভিওয়েটের যে জামিনের আবেদন দিয়েছিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট।

সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দালের ডিভিশন বেঞ্চ আপাতত সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত রাজ্যের ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কে যে অন্তর্বর্তী জামিন এর নির্দেশ দিয়েছিল, সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল বুধবার পর্যন্ত। আগামী বুধবার এই মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি

নারদ মামলা

হবে কলকাতা হাইকোর্টে ততদিন পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি থাকবে। ততদিন পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকতে হবে রাজ্যের এইচআর হেভিওয়েট দুইমন্ত্রী, একজন বিধায়ক এবং একজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে।

এদিন নিম্ন আদালতে অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মামলাটি গ্রহণ করে রাত ৮.১৫ মিনিট থেকে শুনানি শুরু হয় আদালতে। রাত ৯টা পর্যন্ত চলে শুনানি। রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ নির্দেশে আদালতের তরফে জামিনে স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। সঙ্গে এই মামলা সংক্রান্ত যে কোনও প্রক্রিয়ায় সমস্ত আদালতে স্থগিতাদেশ জারি করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। জানায়, ফের বুধবার হবে মামলার শুনানি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩৩৫, মৃত চার

আগরতলা, ১৭ মে (হি.স.)।। ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা-র সংক্রমণ কিছুটা কমেছে। তবে নমুনা পরীক্ষা সংখ্যায় কম হওয়ায় এই পরিণাম মিলেছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার ৭.২২ শতাংশ। এদিকে, ফের চারজনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৯০ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৪,৬২১ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ৮৪ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪, ৫৫৩ জনকে নিয়ে মোট ৪,৬৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ১৬ জন এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেনে ৩১৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৩৩৫ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪,৬২১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪১,১৫১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৬,০২৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.১৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮৭.৬৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৮ শতাংশ। নতুন করে চারজনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৪২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৯০ জন, দক্ষিণ জেলায় ৫০ জন, গোমতি জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ১৭ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২৮ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৭ জন, উনকোটি জেলায় ১০ জন এবং খোয়াই জেলায় ৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২১৪ ◘ ১৮ মে ২০২১ ইং ◘ ৩ জৈষ্ঠ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সময়োপযোগী পদক্ষেপ

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করিতেছে। চাহিদা ও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে সক্ষম হইতেছে না। বিরোধীদলগুলোও সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সময় মত পরামর্শ দেয় নাই। ফলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের করোনা পরিস্থিতি নিয়া গোটা বিশ্ব এখন দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে।যুদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষাও ভয়ানক হইতে পারে সরকারের ভ্রান্ত নীতি। তাই যে দেশ সারা বিশ্বকে টিকা জোগান দিয়া আসিয়াছে, সেই ভারতে আজ টিকার অভাব। প্রতি দিন কয়েক সহস্র কোভিড-আক্রান্ত মানুষ প্রাণ হারাইতেছেন। পর্যাপ্ত টিকা আসিবার পূর্বেই অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ আরও অনেক প্রাণ লইয়া যাইবে, তাহা প্রায় নিশ্চিত। এই সঙ্কটের মূলে রহিয়াছে কেন্দ্রের দুইটি মারাত্মক ভ্রান্তি। এক, ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ধুয়া তুলিয়া আন্তর্জাতিক টিকা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি হইতে ভারত সরকার আগাম টিকা ক্রয় করে নাই। বিশ্বের প্রায় সকল বিত্তবান দেশ তাহা করিয়াছে। দুই, ভারতের নিজস্ব টিকা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির পরিকাঠামো বাড়াইতে সরকার অর্থ বিনিয়োগও করে নাই। উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু বেসরকারি টিকা সংস্থার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া সরকার তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইবার জন্য আগাম টাকা দিয়াছে। ভারতে যথেষ্ট টিকা উৎপাদনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থাগুলির উপরেই চাপাইয়াছে। তাহাদের সেই অর্থবল নাই, হয়তো উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার যথেষ্ট ব্যবসায়িক তাগিদ ছিল না, তাই উৎপাদনের ক্ষমতা সীমিত রহিয়া গিয়াছে। আজ ভারতে যে হারে কোভিড টিকা উৎপাদন হইতেছে, তাহাতে পঞ্চাশোর্ধ নাগরিকদের দ্বিতীয় ডোজ জুগাইতেই হাত শূন্য হইতেছে। নবীনরা এখনও সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

সময় থাকিতে বিরোধী দল, বৈজ্ঞানিক মহল, নাগরিক সংগঠনগুলিও কি সরব হইয়াছিল? সার্বিক টিকাকরণের নীতি গ্রহণ ও তদনুযায়ী প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য তাহারাও যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে নাই কেন্দ্রের উপরে। পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের প্রচারে কেন্দ্রের কোভিড মোকাবিলার নীতির সমালোচনা প্রাধান্য পায় নাই। নাগরিক সমাজও উদাসীন থাকিয়াছে। অতিমারি দুয়ারে আসিয়া পড়িবার পরে শোরগোল পড়িয়াছে।

যথাযথ বণ্টনের নীতি কার্যকর করিতে হইবে সরকারকেই। ইহাকে ‘নীতি’ বলিলে ভুল হয়, ইহা দায় এড়াইবার কৌশল। টিকা উৎপাদন যেহেতু কেন্দ্রের নীতির দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাই তাহার যুক্তিযুক্ত বণ্টনও নীতির দ্বারাই নির্দিষ্ট করিতে হইবে। ভ্রান্ত নীতির দায় কেন্দ্রীয় সরকারকে লইতে হইবে, এবং যথাযথ নীতি প্রণয়নের দায়ও স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই রাজধর্ম। টিকাকরণ এর ক্ষেত্রে সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে না পারিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে।

বিজ্ঞানী রুচিরাম সাহনি ও পাঞ্জাব সায়েন্স ইনসিটিটিউট

ড. বিমল কুমার শীট

যে কোনও দেশের উন্নতির জন্য চাই বিজ্ঞানের প্রসার। আর বিজ্ঞানের প্রসার না ঘটলে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বাধীন দেশে বিজ্ঞানের প্রসার যত সহজে ঘটে পরাধীন দেশে তা তত সহজে ঘটে না। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় বিজ্ঞান প্রসারে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬) ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর মূলে। আনন্দের কথা পাঞ্জাবের বিজ্ঞান দেশের জনাপ্রয়করণের পাথকৃৎ রুচিরাম সাহান এহ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৮৫ সালে কলকাতা থেকে ফিরে পাঞ্জাব সায়েন্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল সারা পাঞ্জাব প্রদেশ জুড়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয় জনপ্রিয় করে তোলা। ব্রিটিশ ভারতে বিদ্যালয় গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করা হলেও মৌলিক গবেষণার মাধ্যম বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য তেমন কিছুই হয়নি। বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য পৃথক একটি সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় এমডি ভা. মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৬৯ সালের আগস্ট সংখ্যায় ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন তিনি। সেখানে অব সায়েদ এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মধারা অনুসারে কাজ হইতে পারে এমন একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।” দেশবাসী তার এই প্রস্তাবে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয়। ১৮৭৬ সালে ২৯শে জুলাই, ২০১ বহবাজার স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের পথ চলা শুরু হয়। প্রথম ত্রিশ বছর এই সংস্থা বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারে ব্যাপৃত থাকে। বক্তৃতা দিতেন জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লাফৌ লাকোবপুখ। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উতিদবিজ্ঞান, ভূবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত শিক্ষাদান করা হত। এহেন প্রতিষ্ঠানটি ছিল রুচিরামের প্রেরণাদাতা। ১৮৬৩ সালের ই এপ্রিল পাঞ্জাবি বিজ্ঞানী রুচিরাম সাহনির জন্ম হয় বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন খোয়া প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ডেহরা ইলমাই খান-এ। বাবা করমটাদ সাহনি ছিলেন ব্যবসায়ী। মায়ের নাম গোলাপ দেবী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন রুচিরাম। ১৮৮১ সালে লাহোর সরকারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৮৮৪ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ বিজ্ঞান) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। গণিতে বেশি আগ্রহ থাকলেও রুচিরাম স্নাতকোত্তর ক্লাসে রসায়ন ও পদার্থাবদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। রুচিরাম পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করলেও কলকাতার সঙ্গে তার গভীর যোগ ছিল। প্রভাবিত হন এবং এতে যোগ দেন। রুচিরামের পুত্র মূলকরাজ সাহনি লিখেছেন, “একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাবা কলকাতা থেকেই প্রগতি চিন্তার পাথেয় সংগ্রহ করেছেন।” ১৮৮৫ সালে রুচিরাম শিক্ষানবিশ আবহাওয়াবিদ হিসাবে কলকাতায় আসেন এবং পাশাপাশি তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নবিদ্যায় এমএ পড়াব জন্য ভর্তি হন। তখন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এ সময় কলকাতায় ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বস্তৃতা হত। রুচিরাম নিয়মিত এখানে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। তার কথায়, “এই বক্তৃতা আমাকে ও অধ্যাপক ওমানকে লাহোরে পাঞ্জাব সায়েন্স ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফাদার লাফৌ-র চমৎকার জনপ্রিয় বক্তৃতার কথা কখনও ভুলব না। বক্তা আরও ছিলেন, যারা মাঝে মাঝে এসে বক্তৃতা দিতেন, শক্ত বিষয় সহজ করে বলতেন। বিশেষ করে, বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন।” ড জগদীশচন্দ্র বসুর শক্তি” বিষয়ের উপর বক্তৃতা এলে এরা চলতে পারবেন ”কিনা। বোম্বাহয়ের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ্ পথেই প্রার নিঃশেষ হয়ে যায়। যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা আরাবল্লী পর্বতে সবটা আটকে পড়ে। একথা শুনে বাঙালি শ্রোতারা তুমুল হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। রুচিরাম আরও দেখিয়েছিলেন, বাংলার মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর পাঞ্জাবের জেলাগুলি কৃষি সম্পদে শস্যাশ্যামল হয়ে সাক্তি বোম্বাইয়ের মৌসুমী বায়ুর অভাবে হিসার ও শীর্ধার মতো দক্ষিণ-পূর্বে জেলাগুলি অনুর্বর চেহারা লাভ করে। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকাল ও শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালে জলবায়ুর রণ বদল হয়। আর এই বদলের জলবায়ুতে ভার ধুলিঝড়, বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি দেখা যায়। রুচিরাম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রতি দশটি বক্তৃতায় নটিতে তার ডাক পড়ত। লাহোর ও প্যাবের অন্যান্য জায়গায় তাকে প্রচুর জনপ্রিয় বক্তৃতা দিতে হয়েছে। প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি বক্তৃতা দিয়েছেন। লাহোরে বাউলি সাহেবের প্রাঙ্গণে স্বের্ণ মসজিদের কাছাকাছি) পাঞ্জাবি ভাষায় বছরে কুড়িটির মতো বক্তৃতা দিয়েছেন। সহজ সরল পরীক্ষার সাহায্যে বক্তৃতার বিষয় রুচিরাম বুঝিয়ে দিতেন। খুব সাধারণ যন্ত্র থাকত যা কেউ চাইলেই তৈরি করতে পারতেন। চারপাশের বাজার থেকে প্রায় রসায়নের অতি সাধারণ তথ্য ও নীতি যেমন বুঝিয়ে বলতেন তেমনি প্রতি বছর অন্তত দশটি বক্তৃতা সাধারণ বিষয়ের ওপরও দিয়েছেন- যেমন, টেলিগ্রাফের তার কথা বলে কেমন করে, সাধারণ অগ্নিশিখা, বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ বাতাস, সাবান তৈরি, মানবকল্যাণে তড়িৎ, কাচ তৈরি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রোগীর কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়ার দায়ে রাজ্যের ৩ হাসপাতালকে শাস্তি

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : সোমবার থেকে রাজ্যের তিনটি হাসপাতাল আর করোনা রোগী ভরতি নিতে পারবে না। করোনার আবহে বেসরকারি হাসপাতালে লাগামছাড়া খরচে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিটির চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বেহালার অ্যাপেক্স হাসপাতাল, পার্ক সার্কাসের গুড সামারিটান হাসপাতাল এবং নিউটাউনের উজ্জীবন হাসপাতালে করোনা রোগীদের ভরতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কারণ এই তিন হাসপাতালের বিরুদ্ধে অতিমারী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত বিল করার অভিযোগ আছে। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে একাধিক অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তিন হাসপাতালের বিরুদ্ধে বহুবার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না নেওয়ার অভিযোগও আছে। সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে কমিশন। আর তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অসীমবাবু জানান, সোমবার থেকেই এই আদেশ মানতে হবে অভিযুক্ত হাসপাতালগুলিকে। গত এক মাসে এই তিন হাসপাতালে কতজন কোভিড রোগী ভরতি হয়েছে? তাঁদের কত টাকা বিল হয়েছে? কেন সেই বিল করা হয়েছে? সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর উপযুক্ত তথ্য এবং প্রমাণ-সহ চাওয়া হয়েছে। তা খতিয়ে দেখবে স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। সমস্ত কিছু দেখার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সোমবার কাছাড়ে নয়া ২৯৯ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত

শিলচর (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আজ সোমবার নতুন করে ২৯৯ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। সমগ্র জেলায় অতিমারি করোনা ভাইরাসের আক্রমণ অব্যাহত থাকায় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, গতকাল রাত পর্যন্ত কাছাড়ে ৪০৪ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ২৯৩ জন এবং আরটি-পিসিআর টেস্টে ছয়জনকে নিয়ে মোট ২৩৫ জনকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, উধারবন্দের টিকল এমজি মডেল হাসপাতালে মোট ১৮১ জন বিমানযাত্রীর টেস্ট করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। এদিকে কাছাড় জেলার কালাইন অঞ্চলে দ্রুতগতিতে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে। এতে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। কাছাড় জেলার কালাইন, কাটিগড়া, শিলচর আরবান এলাকা এবং শহরের তারাপুরে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এছাড়া জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ জ্বর কাশি ও শ্বাসকষ্টের প্রকোপ বেড়ে চলেছে। ফলে উল্লিখিত এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার রাজ্যে আবার অটোপসি, এক দিনে দুটি

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ মে (হি স)। গত শুক্রবারে গণদর্পণের প্রানপুরুষ ও মরণোত্তর দেহদানের পথপ্রদর্শক ব্রজ রায়ের মরদেহ রোগ নির্ণায়ক ময়নাতদন্তের (অটোপসি) পর সোমবার আবার করোনায় মৃত দু’জনের ওই বিশেষ ময়নাতদন্ত হল। করোনা পজিটিভ নিয়ে মৃত দু’জনের অটোপসি সেই সূচনায় নতুন মাত্রা জুড়লো। ‘গণদর্পন’-এর সম্পাদক শ্যামল মুখোপাধ্যায় এ খবর জানিয়ে বলেন, “করোনায় নিয়ে মৃত বেলেঘাটার বাসিন্দা ৯৩ বছরের জ্যোৎস্না বোসের মরদেহ বিশেষ ময়নাতদন্ত হল। রবিবার তিনি বেলেঘাটার বক্সী অর্থোপেডিক্স ও রিহালিবিটেশন সেন্টারে মারা যান। ১৯২৭ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর অধুনা চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ওনার পিতা ডাঃ যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত বর্মা থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যান। চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। ফলে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ টেলিফোনে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি নেন। ১৯৫৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে বেলেঘাটায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সিআরপিএফ-এর হামলার প্রতিবাদে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেন। মৃত্যুকালে পরিবারে রয়েছেন দুই পুত্র, পুত্র বধূ, মেয়ে ও নাতিনাতনি। উনার জামাতা প্রাক্তন সাংসদ ও সি পি আই (এম) নেতা নীলোৎপল বসু। জ্যোৎস্না বোসের নাতনী, নীলোৎপল বসুর কন্যা ডাঃ তিস্তার উদ্যোগেই এই অটোপসির প্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়েছে।“শ্যামলবাবু জানান, তৃতীয় অটোপসিটি হয় খড়্গপুরের চক্ষু চিকিৎসক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৭০। ১৯৬৯ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেন। তারপর রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। তমলুক থেকে অবসর পান।

শালীনতার গন্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যপালকে কুকুরের সঙ্গেও তুলনা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : “রক্তচোষা রাজ্যপাল, এক মিনিটও দায়িত্বে থাকা উচিত নয়””, সোমবার এই ভাষাতেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।নারদাকাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে ফিরহাদদের গ্রেফতারের পেছনে রয়েছে রাজ্যপালের কারসাজি। এমনই অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি শালীনতার গন্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যপালকে কুকুরের সঙ্গেও তুলনা করলেন তিনি।ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও মদন মিত্রের গ্রেফতারি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সোমবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা এনিয়ে আদালতে যাব। সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে কোভিড পরিস্থিতিতে কাউকে একরকম অপ্রয়োজনীয় ভাবে গ্রেফতার করতে পারে না সিবিআই। তার পরেও তা করা হয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ বলেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই রাজ্যপাল ওই চার জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার সম্মতি দিয়েছেন। উনি যা করেছেন তা প্রতিহিংসা মূলক। মিনিস্ট্রি অব কাউন্সিলের সুপারিশ ছাড়া এ জিনিস রাজ্যপাল করতে পারেন না।

কল্যাণবাবু বলেন, ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি চেয়েছিল সিবিআই। রাজ্যপাল তা আটকে রাখেন এই সময়টার জন্য। কল্যাণবাবু বলেন, রাজ্যপাল প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েই এই কাজ করছেন। রাজ্যপাল এখন চারদিকে বিজেপির পতাকা নিয়ে বের হচ্ছেন। কেন মুকুল রায় গ্রেফতর হল না। শুভেন্দুকে কেন গ্রেফতার করা হল না। বিজেপির লোকদের কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? মানুষকে কীভাবে জেলে ঢোকাতে হয় তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন উনি। এখন চেষ্টা করছেন যাতে ২০২৪ সালে রাজস্থান থেকে লোকসভায় টিকিট পাওয়া যায়।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের কথা টেনে কল্যাণবাবু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ যে জনাদেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছেন তা সহ্য করতে পারছেন না রাজ্যপাল। অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীকে উনি কথা দিয়েছিলেন, বিজেপি শকে যে কোনও ভাবে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আনবেন। এখন সেই কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কল্যাণবাবু বলেন, রাজ্যপাল বেআইনি ভাবে এসব কাজ করছেন। সুব্রত, ফিরহাদ, মদন সবাই কোভিড থেকে উঠেছেন। ২০১৬ সালের কেস, এখন কেন উঠে আসছে। এসব কথা আদালতে আদালতে তুলব। এই রাজ্যপাল ছিটগ্রস্থ, রক্তচোষা, পাগল কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক মিনিট রাজ্যপলের পদে থাকা উচিত নয় ওঁর।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আবহে এস এন রায় রোডে চালু আরও একটি অক্সিজেন পার্লার

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা হানায় নাজেহাল শহরবাসী। এই পরিস্থিতিতে সাধারণের সেবায় রত প্রশাসন। এরই মাঝে সোমবার করোনা আবহে এস এন রায় রোডে চালু আরও একটি অক্সিজেন পার্লার। করোনা হানা ক্রমাগত বাড়ছে দেশ থেকে রাজ্য জুড়ে। করোনা আবহে নাস্তানাবুদ সকলে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতিতে নানান সময়ে অক্সিজেনের অভাব থাকে বেডের অভাবের অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের সঙ্কট মেটাতে দক্ষিণ কলকাতায় চালু হল আরও এক অক্সিজেন পার্লার। কলকাতা পৌরনিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য তারক সিংয়ের এদিন এস এন রায় রোডে ১৩ নম্বর বোরো ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এই অক্সিজেন পার্লারটি শুরু করেন।

“দুর্নীতিবাজদের নিয়ে বিজেপি-র মতো ভয়ংকর শক্তিকে মোকাবিলা করা যায় না”: সূর্য মিশ্র

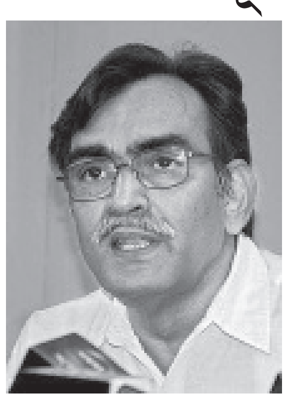

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) :“মহামারি আইন সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশ ও সার্কুলারকে অমান্য করে নিজাম প্যালেসসহ রাজ্যের সর্বত্র সরকারী দলের পক্ষ থেকে অবৈধ জমায়েত করা হচ্ছে।“ এই মন্তব্য করে সোমবার সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এক বিবৃতিতে বলেন, “দুর্নীতিবাজদের নিয়ে বিজেপি-র মতো ভয়ংকর শক্তিকে মোকাবিলা করা যায় না“।

রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ ১৭ই মে রাজ্যের ২ জন মন্ত্রীসহ তৃণমূল কংগ্রেসের তিন নেতা ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে ‘নারদা” কান্ডে নিজাম প্যালেসের সি বি আই দপ্তরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। করোনা মহামারিতে যখন সারা দেশের মানুষের জীবন, জীবিকা অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখনই সরকারের সীমাহীন অপদার্থতা চাপা দিতে মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এই সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশ ও রাজ্যব্যাপী করোনা মহামরির ভয়ংকর আক্রমণের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা সি বি আই-র এই পদক্ষেপের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। বিজেপি পরিস্থিতিকে ঘোরালো করেছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

আমরা দীর্ঘ ১০ বছর ধরে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত সকল অপরাধীদের বিচার ও লুণ্ঠিত মানুষের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবী নিয়ে লড়াই করছি। বহু গরীব ও সাধারণ মানুষ এই আর্থিক প্রতারনার শিকার হয়েছেন এবং অনেকেরই দুখঃজনক মৃত্যু হয়েছে। নারদা টেপ নিয়েও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকার এবং তাদের পরিচালিত সংস্থাসমূহ সাত বছরে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সংসদে এল কে আদবানির নেতৃত্বে গঠিত ”এথিক্স কমিটি”-কে অকেজো করে রাখা হয়েছিল।

এখনও পর্যন্ত সংসদে স্পিকার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিয়ে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার দু-মুখো নীতি নিয়ে চলছে। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য দর কষাকষি ও দল ভাঙানোর লক্ষ্যে এই কেলেঙ্কারিগুলো চাপা দিয়ে এই সব কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত অন্যান্য আসামীদের রক্ষাকবচ দিতে নিজের দলের নেতা বানিয়েছে।

এখন করোনা মহামারি মোকাবিলাই প্রধান কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা দেশের জনগণকে এক ভয়ংকর বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। বিজেপি-র মনে রাখা উচিত সদ্য রাজ্যের মানুষ যে তাঁদের সরকারে চায় না, স্পষ্টভাবে সেই রায় দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীরও মনে রাখা উচিত যে এই রায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ও স্বৈরশাসনের পক্ষে ইতিবাচক রায় নয়। দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করে, দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি-র মতো ভয়ংকর শক্তিকে যে মোকাবিলা করা যায় না এই শিক্ষা তৃণমূল কংগ্রেসেরও গ্রহণ করা উচিত। সংঘ পরিবার ও বিজেপি-র ফ্যাসিবাদী কায়দায় শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হলে নিজেদের দলের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও বিরোধীশূন্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়।“

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : বিজেপিতে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত দেখেই কী এখন তৃণমূলে ভিড়তে চাইছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়? সোমবার তিনি মুখ খুললেন নারদকান্ডে অভিযুক্ত বন্ধু শোভন চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে। আর শুধু মুখ খোলাই নয়, সেই মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল মোদী সরকারের প্রতি তীব্র সমালোচনা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চ প্রশংসা।

সত্যিই ভোলবদল কাকে বলে তা দেখাচ্ছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শোভন চট্টোপাধ্যায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হতেই ডাক পড়েছিল রত্না চট্টোপাধ্যায়েরও। তার জেরে নিজাম প্যালেসে রত্না ছুটেও যান। কিন্তু নিজাম প্যালেসের আশেপাশে কোথাও দেখা মেলেনি বৈশাখীর। তবে পরে তাঁর মুখ থেকে বেড়িয়ে এল মোদী বিরোধী ধারালো মন্তব্য। ‘কত রঙ্গ দেখবো দুনিয়ায়, ও ভাই রে! কতই রঙ্গ দেখবো দুনিয়ায়।’

এদিন এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত সবাইকে চমকে দিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন মোদী সরকারের। বলেন, ‘আজ গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন, লজ্জার দিন। করোনার থেকেও ভয়ংকর ভারতবর্ষের সরকার। সমাজের অন্যতম সম্মানের স্তম্ভ যাঁরা, তাঁদের এভাবে নিয়ে এসেছে। আজ লজ্জার দিন। তবে মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিলেন, উনি ক্যাপ্টেন। উনি যে সবার মুখ্যমন্ত্রী সেটা আবার একবার প্রমাণ করলেন।’

বৈশাখী আজ এখানেই থেমে যাননি। তিনি সরব হয়েছেন ফিরহাদের গ্রেফতারি নিয়েও। একসময় এই ফিরহাদকেই আক্রমণ শানিয়েছিলেন তিনি তাঁকে এক কলেজের অধ্যক্ষার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। এখন শোভনবাবুর গ্রেফতারিতে তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ যখন প্রশ্নের মুখে তখন ভোল বদলে ববির প্রশংসা করতে ভোলেননি বৈশাখী।

ববির হয়েই কার্যত তিনি বলেছেন, ‘আজ করোনা পরিস্থিতিতে যিনি সবচেয়ে বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেই ফিরহাদ হাকিমকে সকাল থেকে বিনা কারণে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ যে ক’টা প্রাণ যাবে পরিষেবা না পাওয়ার ফলে, প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য ওরা দায়ী থাকবে।’

বৈশাখী মুখ খুলেছেন শোভনের গ্রেফতারি নিয়েও। জানিয়েছেন, “সোমবার ভোরে কীভাবে তাঁকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে আসে সিবিআই। বলেন, ‘ভোরবেলায় সিবিআই দল আসে। আমার ঘরে একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন, পিছনে সাঁই সাঁই করে একগাদা কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকল।

আমার সঙ্গে আমার বাচ্চা মেয়ে ছিল। সিবিআইয়ের সঙ্গে একজনও মহিলা আধিকারিক ছিলেন না। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তারপর বুঝলাম সিবিআই। আইনি ব্যবস্থা নেব। সিবিআই যখন তখন গ্রেফতার করতে পারে, এই দম্ভ ভাঙার দিন এসেছে। ঈশ্বর চাইলে সব ঠিক হবে।”

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এক ঘৃণ্য পথ : অনুরাধা দেব

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : রাজ্যপালের কুর্সিকে ব্যবহার করে কার্যত বিজেপি নেতার ভূমিকা পালন করেই চলেছেন জগদীপ ধনকর। পিডিএস রাজ্য সম্পাদিকা অনুরাধা দেব সোমবার এক বিবৃতিতে এই অভাযোগ করেন। বলেন, ”এ রাজ্যের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে কেন্দ্রের শাসকদল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এক ঘৃণ্য পথ ধরেছে। এই পথ থেকে সরে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছে পিডিএস।“তিনি জানান, “আজ সকালে বিনা নোটিশে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী, ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক মদন মিত্র এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চ্যাটার্জীকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতারের অনুমতি না কী রাজ্যপাল দিয়েছেন! কিন্তু বিধায়কদের গ্রেফতার করার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষের অনুমতি নেওয়ার সাংবিধানিক নীতিকেও তারা অগ্রাহ্য করেছে। পিডিএস এই গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করছে। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ করছি নারদকান্ডে যুক্ত যেসব নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে গেছে তাদের গ্রেফতার করা হলনা। কেন? করোনা রোগের প্রকোপে প্রতিদিন শত শত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। ভ্যাকসিন, অক্সিজেন ইত্যাদি সরবরাহ করতে না পারার কারনে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ সমালোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রবল চাপের মুখে। সেই সময়ে সমস্ত প্রশাসনিক শক্তিকে ব্যবহার করে করোনা প্রতিরোধে যে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তার পরিবর্তে লকডাউন ভেঙে করোনা ছড়াতেই সাহায্য করছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাহিনী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাজারে এসে গেছে তালে ডাব। সোমবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

অঞ্জনের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): প্রয়াত অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট এই সাংবাদিকের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, সুজন চক্রবর্তী প্রমুখ। শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেসবুকে তিনি লেখেন, "প্রখ্যাত সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন বহু সাংবাদিককে আমরা হারিয়েছি। ওঁর পরিবার, সহকর্মীদের শোক জানানোর মতো ভাষা নেই। মা, স্ত্রী অদিতি, মেয়ে তিতলি এবং দাদা তথা রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেখে গেলেন।" অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। টুইটারে তিনি লেখেন, "জি ২৪ ঘন্টার এডিটর অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে শোকাহত। সাংবাদিকতার জগতে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। ওঁর বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করি।" ফেসবুকে শোকপ্রকাশ করেছেন যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শোক জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ফেসবুকে তিনি লেখেন, "জি ২৪ ঘন্টার এডিটর অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সাংবাদিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করি। ওম শান্তি !" শোকপ্রকাশ করে টুইটারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লেখেন,"প্রখ্যাত সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবরে শোকস্তব্ধ। এমন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও অনুরাগীদের সমবেদনা।" সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ফেসবুকে লেখেন, "এর চেয়ে খারাপ খবর কি হতে পারে? করোনায় মৃত্যু মিছিল চলছেই।। বন্ধুসম বিশিষ্ট সাংবাদিক, বিশ্লেষক, প্রতিশ্রুতিবান অঞ্জন বন্দোপাধ্যায় প্রয়াত। পরিবার, পরিজন-সহ শোকসন্তপ্ত সমস্ত শুভানুধ্যায়ীকে সমবেদনা জানাই।"

বেচারাম মান্না লিখেছেন, "উর্ধতন বাঙালি জি ২৪ ঘন্টার চিফ এডিটর সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই। ৩ দশক ধরে বাংলা নিউজ ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর পরিবার ও পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা। তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওঁম শান্তি।' অঞ্জনের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে তাঁর অগণিত অনুরাগী।

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন তিনি। বাংলায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হওয়া অঞ্জনের কর্মজীবন শুরু আনন্দবাজার পত্রিকায়। এর পর চাকরি ছেড়ে ই টিভিতে, হায়দারাবাদে। পরে আকাশ বাংলা হয়ে 'জি ২৪ ঘন্টা'য় কাজ করেছেন অঞ্জন। জি থেকে কয়েক বছর আগে অঞ্জন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে ফেরেন।

যোগ দেন এ বি পি ডিজিটালে। গত বছর নয়া চ্যানেল 'টি ভি নাইন'-এ যোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যে ফের 'জি ২৪' এ ফিরে যান। গত ১৪ এপ্রিল অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুসের সংক্রমণের জেরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। শেষরক্ষা হল না। দীর্ঘ ৩৩ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের ইতি ঘটল রবিবার। রাত ৯.২৫ মিনিটে প্রয়াত হন তিনি।

এদিকে, সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক বার্তা পেশ করল প্রেস ক্লাব, কলকাতা। সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্লাবের তরফে স্নেহাশিস সুর (সভাপতি) এবং কিংশুক প্রামানিক (সম্পাদক) জানিয়েছেন, "প্রেস ক্লাব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বর্তমান সময়ের অন্যতম কৃতি সাংবাদিক ও ক্লাব সদস্য অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করছে। খবরের কাগজ, টেলিভিশন এবং ডিজিটাল সমস্ত রকম সংবাদ মাধ্যমে তিনি তাঁর সাংবাদিকতার অনন্য নজির রেখে গেছেন। কলকাতা, দিল্লি সহ বিভিন্ন স্থানে তাঁর কর্ম জীবনে তিনি পেশাদারি সাফল্য অর্জন করেছিলেন।'

শোকবার্তায় আরও জানানো হয়েছে, 'নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতার এই কৃতি প্রাক্তনী টেলিভিশনের বিতর্ক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় অগণিত দর্শকের মন কাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, ই-টিভি, আকাশ বাংলা এবং ২৪ ঘন্টা বা জি বাংলা সংবাদ প্রভৃতি সকল কর্মক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বহু সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সফল নেতৃত্ব দিয়ে অনেক কনিষ্ঠ সাংবাদিককে তিনি পেশাগত দক্ষতায় গড়ে তুলেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পেশাগত কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে সাংবাদিকতা জগতের অপূরনীয় ক্ষতি হল।'

এদিকে, প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন তিনি। বাংলায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হওয়া অঞ্জনের কর্মজীবন শুরু আনন্দবাজার পত্রিকায়। এর পর চাকরি ছেড়ে ই টিভিতে, হায়দারাবাদে। পরে আকাশ বাংলা হয়ে 'জি ২৪ ঘন্টা'য় কাজ করেছেন অঞ্জন। জি থেকে কয়েক বছর আগে অঞ্জন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে ফেরেন।

যোগ দেন এ বি পি ডিজিটালে। গত বছর নয়া চ্যানেল 'টি ভি নাইন'-এ যোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যে ফের 'জি ২৪' এ ফিরে যান। গত ১৪ এপ্রিল অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুসের সংক্রমণের জেরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। শেষরক্ষা হল না। দীর্ঘ ৩৩ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের ইতি ঘটল রবিবার। রাত ৯.২৫ মিনিটে প্রয়াত হন তিনি।

চালু হচ্ছে মৈত্রী ট্রেন, ফিরিয়ে আনা হবে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৭ মে (হি.স.): ভারতে চিকিৎসা-সহ বিভিন্ন জরুরি কাজে গিয়ে আটকে পড়েছেন বহু বাংলাদেশী নাগরিক। তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে মৈত্রী এক্সপ্রেস চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, আগামী ২১ মে থেকে তিন দিন ভারত থেকে বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনতে শুরু হবে মৈত্রী এক্সপ্রেস পরিষেবা। ট্রেনটি কলকাতার কলকাতা স্টেশন থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আসবে। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় আগামী ২০ মে (বৃহস্পতিবার) একটি জরুরি বৈঠকও ডেকেছে।

ভারতে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তের কারণে সে দেশের সঙ্গে আকাশ ও সড়কপথ বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। নিয়মিত পণ্যবোঝাই ট্রেন চলাচল করলেও, মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন গতবছর থেকেই বন্ধ রয়েছে। ফলে ভারতে চিকিৎসা ও ব্যবসার জন্য জরুরি কাজে যাওয়া অনেক বাংলাদেশী আটকে পড়েছেন। ভারতে অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে বহু বাংলাদেশীর। বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের নজরে আসায় বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে সরকার। সোমবার বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন "হিন্দুস্থান সমাচার"-কে বলেছেন, সরকারি হিসেবে অনুযায়ী, প্রায় ৩০০ জন বাংলাদেশী আটকে রয়েছেন ভারতে। ভারত সরকার সম্মতি দিলেই আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে মৈত্রী ট্রেন চালানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তবে এই ট্রেনে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় নাগরিক ছাড়া অন্য কোনও যাত্রী ভারতে যেতে পারবেন না।

কেন নিষ্কৃতি মুকুল-শুভেন্দুকে, ব্যখ্যা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : নারদকান্ডে অভিযুক্ত চার নেতাকে গ্রেফতারের পর থেকে একটা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বিজেপি-বিরোধী শিবির থেকে। কেন মুকুল রায় এবং শুভেন্দু অধিকারীকে ধরা হল না?তৃণমূলের প্রশ্ন, গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার ফলেই কি মুকুল-শুভেন্দুকে গ্রেফতার করা হল না? নারদ-এড় স্টিং অপারেশন যিনি করেছিলেন, সেই ম্যাথু স্যামুয়েল খুশি দেরিতে হলেও সিবিআই চার নেতাকে গ্রেফতার করেছে। বিচার পেতে অনেকটা সময় লেগে গেল। দেরি হলেও বিচার হয়েছে। এই সঙ্গে তাঁরও প্রশ্ন, শুভেন্দু অধিকারী ক্ষেত্রে কি! তাকেও তো টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। বিচার সবার জন্যই এক হবে, এটা হওয়া উচিত?

এ ব্যাপারে সিবিআইয়ের যুক্তি, মুকুলবাবুকে নিজের হাতে টাকা নিতে দেখা যায়নি। তাঁকে অভিযুক্ত করার যথেষ্ঠ প্রমাণও মেলেনি। সে কারণে তাঁর নাম চার্জশিটে নেই। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে তাঁকে গ্রেফতারের অনুমতিও চাওয়া হয়নি। লোকসভার অভিযুক্ত সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়নি কারণ ২০১৯-এর মার্চ মাসে প্রথমবার লোকসভার অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজনের কাছে গ্রেফতারের জন্য সিবিআই অনুমতি চায়। সেটা মেলেনি। এরপর আরও চার বার অনুমতি চাওয়া হয়। সেগুলোরও অনুমতি মেলেনি। এই গ্রেফতারি প্রক্রিয়ার আইনি গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সিবিআই-এর দাবি, তারা আইন অনুযায়ী কাজ করেছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, আইনে একটা সংস্থান রয়েছে যে, রাজ্যপালের কাছ থেকেও অনুমতি নেওয়া যেতে পারে। ফলে, আইনের পরিধির মধ্যে থেকেই কাজ করেছে সিবিআই বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

শ্রীনগরে এনকাউন্টারে নিকেশ দু"জন জঙ্গি, অভিযান অব্যাহত

শ্রীনগর, ১৭ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার শ্রীনগরের উপকণ্ঠে খানমোহ এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। এনকাউন্টারে নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর ও অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনী। কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রীনগরে উপকণ্ঠে খানমোহ এলাকায় সোমবার সকালে সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। কয়েক ঘন্টা গুলির লড়াইয়ের পর নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, খানমোহ এনকাউন্টারে দু"জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। এখনও অভিযান চলছে।

আমেরিকায় কোভিডে ৬-লক্ষের বেশি মৃত্যু, নিম্নমুখী সংক্রমণ

ওয়াশিংটন, ১৭ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। ২০ হাজারের নীচে নেমে এল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই কমেছে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ২৮৯ জন রোগীর। আমেরিকায় রবিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৮৩৪ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৭১৫,৯৫১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৮৯ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০০ হাজার ১৪৭ জনের। বিগত কিছু দিন ধরে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেই চলেছে। রবিবার সারাদিনে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২৮৯ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ৮৩৪ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৭১৫,৯৫১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,১৩৬,০২০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯৭৯ হাজার ৭৮৪ জন।

৩১.৬৪-কোটির উর্ধে করোনা-পরীক্ষা, ভারতে সুস্থতা ৮৪.৮১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): ভারতে ৩১.৬৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ মে সারা দিনে ভারতে ১৫,৭৩,৫১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩১,৬৪, ২৩,৬৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,৭৩,৫১৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৮৬ জন।

ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১০১,৪৬১। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩, ৭৮,৭৪১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৭৪,৩৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,১০৬ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,১১,৭৪, ০৭৬ জন (৮৪.৮১ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩৫,১৬,৯৯৭ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৪.০৯ শতাংশ)।

তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার রাজ্যবাসীর কাছে সুখবর : রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্তের পর নারদকান্ডে তৃণমূলের শীর্ষনেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছ। এর সঙ্গে বিজেপি-র কোনও সম্পর্ক নেই। সোমবার এই মন্তব্য করে বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা বললেন, "এটা রাজ্যবাসীর কাছে সুখবর।' সোমবার নারদকান্ডে তদন্তের জন্য ববি হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে সিবিআই অফিসে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে রাহুলবাবু বলেন, "এই ঘটনায় তৃণমূল বিজেপি-কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। যারা বলছে এটা বিজেপি-র প্রতিহিংসা, তারা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর বিজেপি-র লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকের ওপর হামলা করেছে। ঘরবাড়ি লুঠ করেছে। মহিলাদের ওপর অত্যাচার করেছে। হাজার হাজার বিজেপি কার্যকর্তাকে ঘরছাড়া করেছে। খুন করেছে। যারা এসব করেছে, তাদের মুখে প্রতিহিংসার কথা মানায় না। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা তাঁদের কুকর্মের জন্য গ্রেফতার হয়েছেন। এটা অপরাধ। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। দেরিতে হলেও সিবিআই এ সম্পর্কে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এটা রাজ্যবাসীর কাছে সুখবর বলে মনে করি।'

নিজাম প্যালেসের সামনে করোনাবিধি ভেঙে বিশাল জমায়েতে বিপজ্জনক অবস্থা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে রবিবার থেকে কার্যত লকডাউন শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করলে বিশেষ আইনে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে শনিবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সোমবার নিজাম প্যালেসের সামনে করোনাবিধি ভেঙে বিশাল জমায়েত দেখে বিস্মিত জনস্বাস্থ্য আধিকারিকরা। তাঁদের মতে, এটা সত্যিই বিপজ্জনক অবস্থা।

এদিন বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলে আসেন নিজাম প্যালেসে। এর পর খবর পেয়ে এক ঘন্টার মধ্যে বেশ কয়েকশো উত্তেজিত তৃণমূল সমর্থক সমবেত হন সেখানে। তাঁদের অধিকাংশের মুখে বিধিসম্মতভাবে মাস্ক ছিল না। হাতে কারোরই গ্লাভস ছিল না। দূরত্ববিধি মানেননি কেউই।

এই ঘটনায় বিশিষ্ট চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশক্রমেই তো লকডাউন রূপায়িত হয়েছে। সব কিছুতে এভাবে রাজনীতির রং লাগানো যায়? রাজনীতি আগে, না মানুষের জীবন আগে? যা চলছে, এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে! যাঁরা আইনের রক্ষক, তাঁরাই যদি আইনের ভক্ষক হন, তাহলে তো ভিন রাজ্যেও একটা নেতিবাচক বার্তা যাবে!

আইনকে আইনের পথে চলতে দেওয়া হোক। এরকম জমায়েত অন্যায়, অনাকাঙ্খিত।"

মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির চিকিৎসক এবং আইএমএ-র শাখা সহ সম্পাদক বিজন মুখার্জি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমি সবিনয়ে তৃণমূলনেত্রীকে অনুরোধ করব অনুগামীদের বলুন ভিড় সরিয়ে করোনাবিধির মান্যতা দিতে। রোগ যে পরিমাণ ছড়িয়েছে, তা সামাল দিতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নাজেহাল। তাঁরাও রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। প্রতিষেধকের চরম অভাব। আমরা তো সবাইকে বলছি ঘর থেকে বার না হতে। এ কী চলছে ওখানে!"

প্রসঙ্গত, সোমবার নারদকান্ডে অভিযুক্ত রাজ্যের চার নেতাকে সিবিআই দফতরে নিয়ে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গিয়ে তাঁকেও গ্রেফতারের দাবিতে ধর্ণায় বসেন। খবর পেয়ে তৃণমূলের সমর্থকরা দলে দলে সমবেত হতে থাকেন সমবেত হতে থাকেন সেখানে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নারদ-মামলায় ধৃত ফিরহাদ হাকিম, জেরা মদন ও শোভনকে

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): নারদ-কাণ্ডে গ্রেফতার করা হল কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, তৃণমূলের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। সোমবার সকালে ফিরহাদকে গ্রেফতার করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। এদিন সকালে ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাড়ি ঘিরে ফেলে সিবিআই। সকাল ন'টা নাগাদ তাঁকে বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করে সিবিআই। ফিরহাদকে যখন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মন্ত্রী বলেন, 'আমাকে গ্রেফতার করা হল নারদ মামলায়। সিবিআই গ্রেফতার করল।" যদিও সিবিআই সূত্রের খবর, ফিরহাদকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁকে জেরা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি এদিন সকালেই তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয়। নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেও। তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই নারদ-মামলায় চার্জশিট গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তারপর নারদ-মামলায় তৎপরতা শুরু সিবিআই-এর।

খুলে গেল কেদারনাথ মন্দির, সকলের সুস্থতা কামনা তিরথের

উত্তরকাশি, ১৭ মে (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর খুলে গেল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। শুভ সময়, সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পর খুলে দেওয়া হয় বাবা কেদারনাথের মন্দিরের কপাট। মন্দির খোলার পর বিশেষ পূজার্চনাও করা হয়। আপাতত কোভিড-বিধি মেনে শুধুমাত্র পুরোহিতরাই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। করোনার প্রকোপের কারণে, ভক্তদের জন্য কেদারনাথ মন্দিরের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এদিন কেদারনাথ মন্দির উন্মুক্ত হওয়ার পর, বাবা কেদারনাথের কাছে সকলের সুস্থতা কামনা করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত। তিনি টুইট করে জানান, 'ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজার্চনার মধ্যে দিয়ে সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ খুলেছে কেদারনাথ মন্দির। বাবা কেদারনাথের কাছে সকলের জন্য সুস্থতা কামনা করছি।' ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে চারধামের অন্তর্গত যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। ১৮ মে, মঙ্গলবার খুলে যাবে বদ্রীনাথ মন্দির। তবে, এ বছর কোভিডের জন্য চারধাম যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের তথ্য ও জন সংযোগ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড মহামারীর জন্য চারধাম যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র পূজার্চনা হবে, ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ববিকন্যা, শোভনজায়ারাও সিবিআই দফতরে, বাড়ছে উত্তেজনার পারদ

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : তাঁকে গ্রেফতার করা না হলে নিজাম প্যালেস ছাড়বেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মমতা। এই গ্রেফতারির খবর পাওয়া মাত্রই নিজাম প্যালেস যান শোভনজায়া রত্না চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিমের কন্যা, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকে। তৈরি হয়েছে উত্তেজনা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে ফিরহাদ-সুব্রত-মদনদের। তাই তাঁকেও গ্রেফতার করতে হবে, এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সিবিআইয়ের দফতরে। সোমবার সকালে নারদ কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয় রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র ও প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য-রাজনীতি। চার হেভিওয়েটকে আটক ও পরবর্তীতে গ্রেফতারি বেআইনি বলে দাবি করেন তৃণমূলের নেতারা। ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে বলেই দাবি করে তৃণমূল। সোমবার বেলা ১১ টার কিছুটা আগে নিজাম প্যালেস পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সরাসরি নিজাম প্যালেসের ১৫ তলায় সিবিআই দফতরে উঠে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে কথা বলেন আইনজীবীদের সঙ্গে। এরপর সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দাবি করেন, যেভাবে এই চার রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা বেআইনি। তৃণমূল নেতা তথা আইনজীবী অনিন্দ রাউত জানিয়েছেন, পৌনে বারোটা নাগাদ জানান, সিবিআই দফতরেই রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, তাঁকেও গ্রেফতার করতে হবে। তা নাহলে সেখান থেকে সরবেন না বলেই সাফ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, যে চার হেভিওয়েটকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩ জন বিধায়ক। ফলে এই গোটা প্রক্রিয়ায় বিধানসভার অধ্যক্ষের অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু সিবিআইয়ের তরফে এই চার নেতার বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য রাজ্যপালের অনুমতি নেওয়া হয়। তারপরই এই গ্রেফতারি। এমনকী আগাম কোনও নোটিসও দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। ফলে গোটা প্রক্রিয়াই বেআইনি বলে দাবি করা হচ্ছে। তৈরি হয়েছে জটিলতাও। যদিও সিবিআইয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে, যা করা হচ্ছে সব আইন মেনেই হচ্ছে।

সুস্থতার হার উর্ধমুখী ব্রাজিলে, ৯৭১ বেড়ে মোট মৃত্যু ৪.৩৫-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ১৭ মে (হি.স.): ব্রাজিলে আরও নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু ৯৭১ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬,৮৬২ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ৯৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮২৩-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা কমছে, একইসঙ্গে সুস্থতার হার বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৬,৮৬২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,৬২৭,৪৭৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪,০৯৭,২৮৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,৯৪,৩৬৫ জন।

গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলে ভূমিকম্প, তীব্রতা ৩.৮

আহমেদাবাদ, ১৭ মে (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাটের দক্ষিণ উপকূল। ভূকম্পন অনুভূত হয় গুজরাটের রাজকোট থেকে ১৮২ কিলোমিটার দক্ষিণে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৮। সোমবার ভোররাত ৩.৩৭ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার ভোররাত ৩.৩৭ মিনিট নাগাদ ৩.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, রাজকোট থেকে ১৮২ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল, ২০.৬৮ অক্ষাংশ এবং ৭১.০২ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। রাজকোট-সহ গুজরাটের বিভিন্ন প্রান্তে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যদিও, এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোষ এবং শরীর গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম

হাড়, মাংশপেশী, দাঁত, কোষ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ১ হাজার মিলিগ্রাম ক্যালিসয়ামের প্রয়োজন হয়। যা প্রায় তিন আট আউন্স গ্লাস পরিমাণ দুধ থেকে পাওয়া যায়। তবে আপনি যদি নিরামিষাশী হন বা দুধ যদি সহ্য না হয় অথবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে ভালো না লাগে, তাহলে কী করবেন ? দুধ ও দুগ্ধভাত খাবার ছাড়াও অন্য অনেক খাবার থেকেই ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ব্রকলিঃ দুই কাপ পরিমাণ ব্রকলিতে রয়েছে ৮৬ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম ছাড়াও ব্রকলিতে রয়েছে একটি কমলালেবুর তুলনায় দ্বিগুণ ভিটামিন সি। তাছাড়া ব্রকলি ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমিয়ে আনতে পারে।

কমলালেবুঃ বড় আকারের একটি কমলালেবুতে থাকে প্রায় ৭৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। আর এক কাপ কমলার রসে থাকে ২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া ভিটানি সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার হিসেবে এই ফলের জুড়ি নেই।

স্যামন মাছ ঃ আমাদের দেশে এখন যে কোনও বড় দোকানে টিনজাত স্যামন মাছ পাওয়া যায়। আধা টিন স্যামন মাছে থাকে প্রায় ২৩২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

ঢ্যাঁরশ ঃ এক কাপ পরিমাণ ঢ্যাঁরশে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া ফাইবারযুক্ত খাবারের দারুণ একটি উৎস হলো এই সবজি।

কাজুবাদাম ঃ এক আউন্স পরিমাণ কাজুবাদামে থাকে প্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া সারাদিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ১২ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারে এই বাদাম। তাছাড়া কাজুবাদামে রয়েছে ভিটামিন ই এবং পটাশিয়াম। এছাড়া লালশাক, কচুশাক, পালংশাক ইত্যাদি শাকেও প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। কাঁচকলা, বিট, কচু, কচুরমুখী, মিষ্টিআলু, ওল, ধনেপাতা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, বরবটি ইত্যাদি সবজিতেও পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম। পেয়ারা, তরমুজ, জলপাই, আতা, আঙুর, জাম ইত্যাদি মৌসুমি ফল ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এবং শুধুমাত্র এই কারণে হৃদপিন্ডের নানা সমস্যায়ভুগতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন অনেক রোগীই। কিন্তু রক্তনালী ব্লক হওয়ার এই সমস্যা থেকে খুবই সহজে মুক্ত থাকা যায় চিরকাল। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপেল--- আপেল রয়েছে পেকটিন নামক কার্যকরী উপাদান যা দেহের কোলেস্টেরল কমায় ও রক্তনালীতে প্লাক জমার প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১টি আপেল রক্তনালির শক্ত হওয়া এবং ব্লক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ব্রকলি--- ব্রকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে যা দেহের ক্যালসিয়ামকে হাড়ের উন্নতিতে কাজে লাগায় এবং ক্যালসিয়ামকে রক্তনালী নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

ব্রকলির ফাইবার উপাদান দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দারুচিনি--- দারুচিনির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে থাকে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তনালিতে প্লাক জমে ব্লক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

তৈলাক্ত মাছ---

তৈলাক্ত মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদপিন্ডকে চিরকাল সুস্ত ও নীরোগ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিসী--- তিসী বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালির প্রদাহকে দূর করতে সহায়তা করে এবং সে সাথে রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করে। গ্রিন টি--- গ্রিন টি অর্থাৎ সবুজ চায়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাচেটিন যা দেহে কোলেস্টেরল শোষণ কমায় এবং হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। প্রতিদিনের চা কফির পরিবর্তে গ্রিন টি পান করলে দেহের সুস্থতা নিশ্চিত হয়। কমলার রস --- গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন ২ কাপ পরিমাণে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কমলার রস পান করলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। এবং কমলার রসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালির সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে ফলে রক্তনালি ড্যামেজ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

সাইকেল চালালে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে

দীর্ঘদিন বাঁচতে চাইলে, ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝকি কমাতে চাইলে সাইকেল চালান। কারণ, এতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কমবে বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি অব গ্লাসগোর বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলেছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত কর্মক্ষেত্র সাইকেল চালিয়ে যান তাদের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। প্রায় আড়াই লাখ মানুষের ওপর গবেষণা করে গবেষকরা দেখেন, যারা নিয়মিত সাইকেল চালান তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়, আর হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৪৬ শতাংশ। তাছাড়া, এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়। তাছালা এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে ৪১ শতাংশ। গবেষণায় আরো যে বিষয়টি ওঠে এসেছে, তা হল কর্মক্ষেত্র যাওয়ার জন্য গণপরিবহন কিংবা গাড়ির ওপর নির্ভর না করে যারা হাঁটেন তারাও এসব রোগ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বেশি সহায়ক হয়। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো দুই প্রক্রিয়ার উপকার সমান নয় কেন? এর ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলেছেন, সাইক্লিস্টদের চেয়ে পায়ে হাঁটায় মানুষ কম পথ হাঁটেন। হেঁটে মানুষ সপ্তাহে ৬ মাইলের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু সাইকেল চালালে সপ্তাহে ৩০ মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব। সাইকেল চালিয়ে যতবেশি পথ অতিক্রম করা যাবে স্বাস্থ্য উপকারিতা ততই বেশি হবে। যারা সাইকেলও চালান আর গণপরিবহনেও যাতায়াত করেন তারাও স্বাস্থ্য উপকারিতা পান বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে হাঁটার চেয়ে সাইকেল চালানোর উপকারিতা বেশি বলেই মত গবেষকদের। কারণ, সাইকেল হাঁটার চেয়ে বেশি ব্যায়াম হয় এবং বেশি সময় ধরে তা হয়।

বিপজ্জনক দশটি ভাইরাসের কথা

এবোলা ভাইরাসের কথা শুনে আপনার মনে আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। তবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নয়। এমনকি এইচআইভিও নয়। তাহলে সবচাইতে বিপজ্জনক ভাইরাস কোনটি?

মারবুর্গ ভাইরাস--- পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাসের নাম মারবুর্গ ভাইরাস। জার্মানির লান নদীর পাশের শহর মারবুর্গের নামে ভাইরাসটির নামকরণ হলেও এই শহরের সঙ্গে সেটির আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টিকারী এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা এবোলোর মতই, তবে এতে আক্রান্তের মৃত্যুর আশঙ্কা ৯০ শতাংশ।

এবোলো— এবোলো ভাইরাসের পাঁচটি ধরন রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, জাইরি, সুদান, তাই ফরেস্ট, বুন্ডিবিগিয়ো এবং রোস্টান। বর্তমানে গিনিয়া, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে মহামারী ছড়াচ্ছে। আর এটিই এবোলোর সবচেয়ে মারাত্মক সংস্করণ, যাতে মৃত্যর শঙ্কা ৯০ শতাংশ।

হেন্টাভাইরাস— হেন্টা ভাইরাস বলতে অনেক ধরনের ভাইরাসকে বোঝানো যায়। ধারণা করা হয় ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় হেন্টা নদীর তীরে অবস্থানকালে মার্কিন সেনারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এতে আক্রান্তের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে প্রদাহ, জ্বর এবং কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া।

বার্ড ফ্লু--- বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়মিতই আতঙ্ক তৈরি করছে। এটা যৌক্তিকও কেননা এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার সত্তর শতাংশ। তবে এতে সংক্রমণ সহজ নয়।

শুধুমাত্র হাস মুরগির সংস্পর্শে গেলে এতে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এশিয়াতে এই ভাইরাস সংক্রমণের হার বেশি। কারণ সে অঞ্চলের অনেক মানুষ মুরগির খুব কাছে বসবাস করেন।

লাসা ভাইরাস--- নাইজেরিয়ার একজন সেবিকা প্রথম লাসা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

জুনিন --- আজেন্টিনার হেমোরেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জুনিন ভাইরাস। সমস্যা হচ্ছে এটির লক্ষণ অনেক রোগের লক্ষণের মতো হওয়ায় শরুতেই এটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাসন ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাস টিক পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

মাচুপো ভাইরাস--- বলিভিয়ার হেমোরহেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাচুপো ভাইরাস। এটি ব্লাক টাইপুস হিসেবেও পরিচিত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর হয়, সঙ্গে শুরু হয় মারাত্মক রক্তপাত। জুনিন ভাইরাসের মতো এটির বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস--- ভারতের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের উপকূলবর্তী বনভূমিতে প্রথম কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস বা কেএফডি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। সেটা ১৯৫৫ সালের কথা। এই ভাইরাস টিকের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। তবে ঠিক কারা এটা বহন করে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

ধারণা করাহয় ইঁদুর, পাখি এবং বন্য শুকর কেএফডি ভাইরাস বহন করে থাকতে পারে। ডেঙ্গু— ডেঙ্গু জ্বর এক নিয়মিত হুমকি। তাই আপনি মণ্ডলীয় অঞ্চলে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করলে, ডেঙ্গু সম্পর্কে আগে খোঁজ নিয়ে নিন। মশাবাহিত এই ভাইরাসে প্রতিবছর পর্যটনের জন্য বিখ্যাত থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশে সব মিলিয়ে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হন। তবে পর্যটকদের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এই ভাইরাস বড় হুমকি।

মনের মানসিক চাপ থেকে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি হয়

পড়াশোনার চাপ, কাজের চাপ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপ--- এসবই আমাদের মধ্যে তৈরি করে স্ট্রেস। এটা শুধু মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না, বরং আমাদের শরীরের ওপরেও র য়েছে এর অনেক রকমের বিরূপ প্রভাব। অল্প কিছু স্ট্রেস আমাদের জন্য ভালো হল্যে এই স্ট্রেস যখন দীর্ঘস্থায়ী এবং নিয়মিত একটা ব্যাপারে পরিণত হয় তখনই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব বেশি স্ট্রেসে থাকা অবস্থায় যখন আমাদের অকারণেই বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা যায় তখন ভাগ্যকে দোষারোপ করি আমরা। কিন্তু এসব অসুস্থতার পেছনে দায়ী একজনই, আর সে হল দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস। দেখুন এই স্ট্রেস আমাদের কি কি ক্ষতি করছে।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমায়--- প্রচন্ড স্ট্রেসে থাকলে আপনার শরীরে কর্টিসল নামের একটা হরমোন বেড়ে যায়। এই কর্টিসল বাড়লে থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শরীরে স্ট্রেস তৈরি হয় এবং স্ট্রেসের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষকরা দেখেন, ভারী ব্যায়ামের ফলেও শরীরে কর্টিসলের পরিমাণ বাড়ে এবং থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে। এর অর্থ হল যে কোনো কা অতিরিক্ত পরিমাণে করতে গেলে তা থেকে শরীর স্ট্রেসে পড়বে এবং ক্ষতি হবে, সেটা ভারী ব্যায়ামই হোক আর অতিরিক্ত কাজের চাপই হোক। নারীদের মাসিক হবার সময়ে কিছু মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন।

পিএমএস এর লক্ষণের মাঝে রয়েছে বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, অকারণে বিরক্ত হবার প্রবণতা, পেট ব্যথা, শরীরে জল আসা ইত্যাদি। এই অস্বিস্তকর উপসর্গগুলো বাড়ায় স্ট্রেস। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল এবং মাসিকের হরমোন প্রোজেস্টেরান শরীরের ভেতরে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে প্রোজেস্টেরোন নিজের কাজ ঠিকমত করতে পারে না। ফলে এ সময়ে পিএমএস বেশি হয়। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো মাস জুড়েই স্ট্রেসের পরিমাণ কম রাখতে চেষ্টা করুন। বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা— মধ্যবয়সী মানুষের কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি হয় বেশি, আর এই স্ট্রেসের ফলে তারা খুব সহজেই বুড়িয়ে যান। ফিনল্যান্ডের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, এ সময়ে স্ট্রেসের পরিমাণ যত বেশি হয়, পরবর্তীতে তাদের চলনশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি দেখা যায়। কর্টিসলের পরিমাণ বেশি হলে নিজেকে মনে হয় অনেক বেশি মোটা, দুর্বল, এবং বুড়ো। কম বয়সেই স্ট্রেসের মাত্রা কমিয়ে রাখার উপদেশ দেন ডাক্তাররা, তাহলে পরবর্তীতে কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি কম হয়। এর বেশ ভালো একটি প্রতিকার হতে পারে ধ্যান বা মেডিটেশন।

বাড়ায় পেটের চর্বি— ৩৫ বছর ব্যাপী এই সুইডিশ গবেষণায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের ওপরে স্ট্রেসের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, এসব মানুষের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে শরীরে ইনসুলিনের প্রতিক্রিয়া কমে যায় ফলে ইনসুলিন বাড়ে। এতে শরীরে চর্বি জমার পরিমাণ বেড়ে যায়। এক সূত্রে জানা যায়, এক দল মহিলার ওপরে ১৫ বছর ধরে করা এক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। দেখা যায়, যেসব মহিলা বেশি বেশি রাগ, উত্তেজনা বা স্ট্রেসে থাকেন তাদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়। মস্তিষ্ক সংকুচিত করে ফেলে স্ট্রেস অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এমন ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি ছোট হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলোকে ছোট করে আনে স্ট্রেস। ফলে পরবর্তীতে বেশ মারাত্মক মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ওপরে প্রভাব ফেলে--- শুধু আমাদের ওপরেই নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপরেও স্ট্রেসের প্রভাব পড়তে পারে। আমাদের জিনের মাঝে এই স্ট্রেসের চিহ্ন থেকে যায়।

ফলে তাদের জীবনেও দেখা দিতে পারে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতাও। রোগের প্রকোপ বাড়ায়— ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়ায় স্ট্রেস। এটা একদিক দিয়ে যেমন ঠান্ডা জ্বরের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, তেমনি আরেক দিক দিয়ে বাড়ায় আর্থ্রাইটিস বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি। স্ট্রেস থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোক, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায় স্ট্রেসের ফলে।

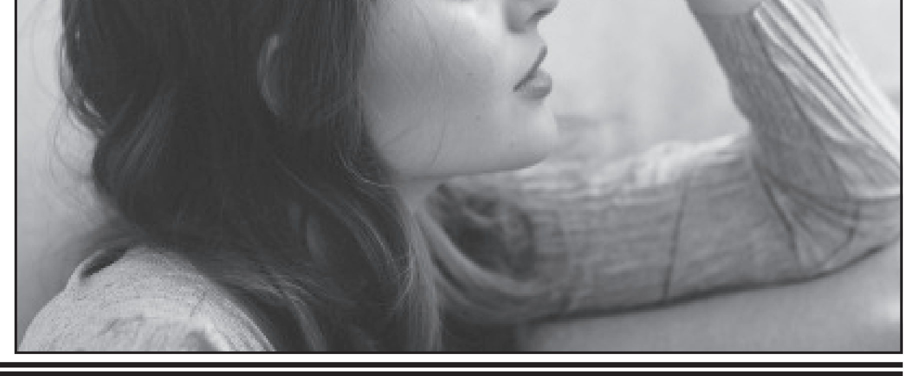

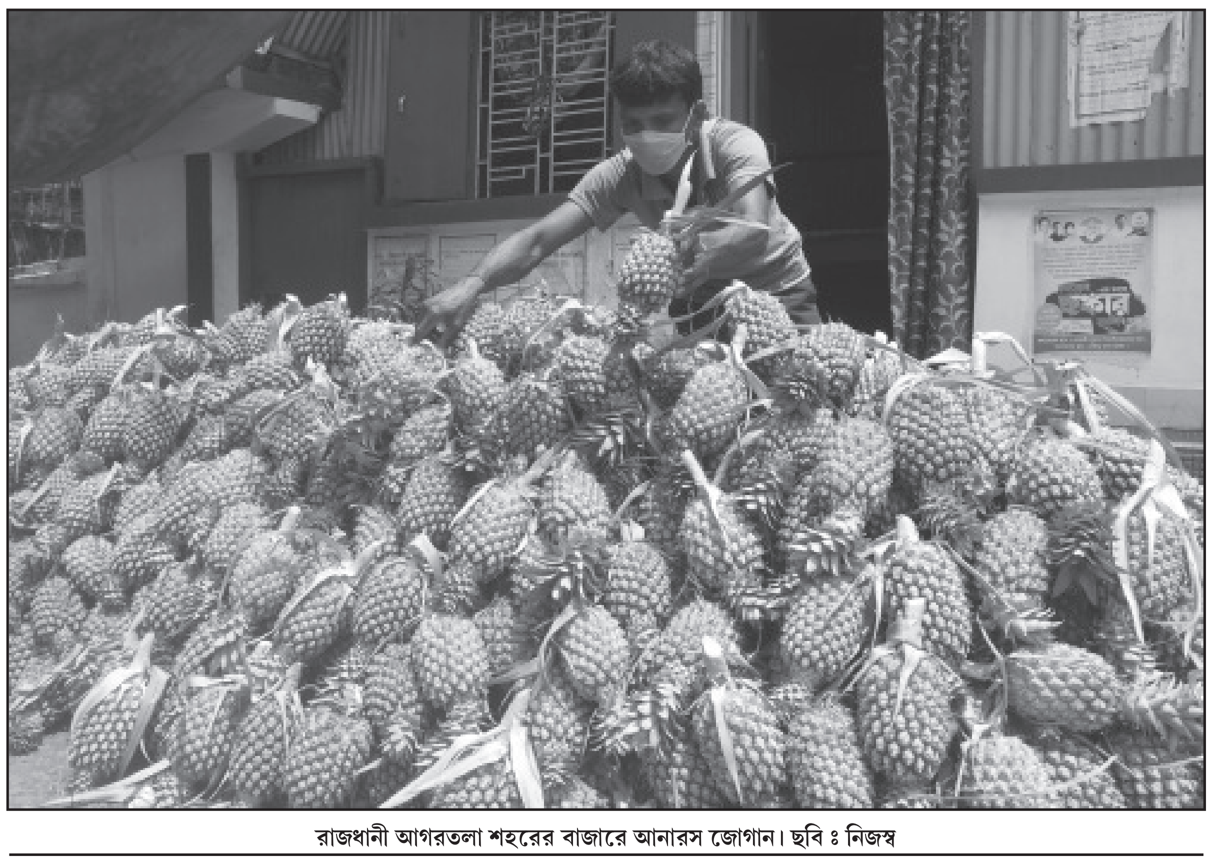

রাজধানী আগরতলা শহরের বাজারে আনারস জোগান। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা মোকাবিলায় করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো দেখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশবের ক্ষোভ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের ঢিলেঢালা পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। আজ সোমবার করিমগঞ্জ সফরে এসে প্রথমে সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শনে যান মন্ত্রী কেশব মহন্ত। সেখানে করোনা মোকাবিলায় গৃহীত ব্যবস্থার চরম বেহাল অবস্থার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর রোষানলে পড়েন হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অরুণাভ চৌধুরী। অতিমারির কালে কচ্ছপ গতিতে ভেন্টিলেশন বসানোর কাজ চলছে দেখেও হাসপাতাল সুপার সহ ঠিকাদার আব্দুল কুদ্দুসকেও রীতিমতো ধমক দেন মন্ত্রী। এক বছর ধরে হাসপাতালে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা কেন হয়ে ওঠেনি? এই প্রশ্ন তুলে আগামী কুড়ি দিনের মধ্যে ভেন্টিলেশন সংস্থাপন করার কড়া নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ করিমগঞ্জ সফরে এসে সিভিল হাসপাতালের অব্যবস্থা দেখে হাসপাতাল সুপার ডা. অরুণাভ চৌধুরীকেও ধমক দেন। এমন-কি কাজের গাফিলতির জন্য ঠিকাদার আব্দুল কুদ্দুসকেও শাসিয়েছেন তিনি। সোমবার দুপুরে করিমগঞ্জে পৌঁছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শনে যান মন্ত্রী কেশব মহন্ত। কোভিড-১৯ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন করোনায় আক্রান্ত রোগীদের খোঁজখবর নেন তিনি। পরিদর্শনকালে হাসপাতাল চত্বরে স্তূপাকৃত নোংরা আবর্জনা দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন মন্ত্রী। এ-নিয়ে হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অরুণাভ চৌধুরীর কাছে কৈফিয়ত তলব করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এর পরই মন্ত্রীর রোষানলে পড়েন ঠিকাদার আব্দুল কুদ্দুস। জিজ্ঞাসা করেন, এক বছর ধরে ভেন্টিলেটর সংস্থাপনের পরিকাঠামো কেন তৈরি হয়নি? এই অতিমারির সময় যদি ভেন্টিলেটরগুলো রোগীদের কোনও কাজে না-ই আসে, তা-হলে এগুলো বসানোর মানে কী? আগামী কুড়ি দিনের মধ্যে পরিকাঠামোর কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ঠিকাদারকে কড়া নির্দেশ দিয়ে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব। সেই সঙ্গে পরিকাঠামো গড়ে ওঠার পর কালবিলম্ব না করে ভেন্টিলেটরগুলো সংস্থাপন করতে কোনও ঢিলেমি যেন করা না হয়, সে বিষয়েও হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অরুণাভ চৌধুরীকে কড়া নির্দেশ দিয়ে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর পার্ষদদের নিয়ে সোজা চলে যান শহরের পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। সেখানে অস্থায়ীভাবে নির্মিত ভ্যাকসিনেশন সেন্টারটিও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। এর পর মন্ত্রী জেলাশাসক কার্যালয়ে এসে পৌঁছেন। জেলার করোনা সংক্রমণের সার্বিক পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন মন্ত্রী। জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকে জেলার পাঁচ বিধায়ক সহ শাসকদলের কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা সহ ভেন্টিলেটর এবং আইসিইউর ব্যবস্থা নিয়ে টালবাহানার অভিযোগ তুলে ধরেন মন্ত্রীর সামনে। জেলায় করোনা মোকাবিলা সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে আরও তৎপর হতে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান বিধায়ক কমলাক্ষ। পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন সহ করোনা পরীক্ষার কিটের ঢালাও ব্যবস্থা করতেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের কাছে দাবি জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে আইসিইউর পাশাপাশি অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট বসানোর দাবি জানান। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোগত অব্যবস্থা, চিকিৎসকের অভাব সহ নানা অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকারও তাঁর কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিভাগের নানা অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন। বদরপুরের বিধায়ক আব্দুল আজিজও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর কেন্দ্রের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তবে এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন বিজেপি নেতা ডা. মানস দাস। তিনি জেলার ৮০ বছরের ঊর্ধ ব্যক্তি এবং শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের কোল্ড চেইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রদানের দাবি উত্থাপন করেন। সেই সঙ্গে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়স্কদের ভ্যাকসিনেশনের জন্য যে স্লট নির্ধারণ করা হয়েছে, এর সময় বাড়ানোর দাবি জানান তিনি। বিজেপি নেতা ডা. মানস দাসের দাবি দুটোর গুরুত্ব অনুভব করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর ডায়েরিতে নোট করেন। এদিকে মন্ত্রীর সফর উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা না করায় জেলার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিকের উপরও ক্ষোভ ঝাড়েন মন্ত্রী। পর্যালোচনা বৈঠকে শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন, আগামী কুড়ি দিনের মধ্যেই করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে আইসিইউ নির্মাণ হয়ে যাবে। কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানান মন্ত্রী। এছাড়া আগামী কুড়ি দিনের মধ্যে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে আইসিইউ চালু হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে বর্তমানে ১৫০টি বেড রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় শীঘ্রই আরও ৬০টি বেডের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া আগামী ৬০ দিনের মধ্যে সিভিল হাসপাতালে অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্টও স্থাপিত হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, করিমগঞ্জ হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাব নেই, তবুও প্ল্যান্ট বসানো হলে এক হাজার লিটার অক্সিজেন যোগান স্ট্যান্ডবাই থাকবে। সংক্রমণ প্রতিরোধে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে আন্তঃজেলা যাতায়াতও কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকবে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।

করোনায় মৃত্যু অসমিয়া চলচ্চিত্র পরিচালক শম্ভু গুপ্তের, শোক মুখ্যমন্ত্রী সহ সাংস্কৃতিক জগতের

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে অসমিয়া চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট পরিচালক শম্ভু গুপ্তের। রবিবার রাত ১০:৫০ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শম্ভু গুপ্ত। মৃত্যুকালে প্রয়াতের বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালকের মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করে শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং সাংস্কৃতিক জগতের বহুজন।

করোনায় আক্রান্ত হলে গত ৮ মে শম্ভু গুপ্তকে প্রথমে গুয়াহাটিতে বেসরকারি অ্যাপলো হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে ১০ মে তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গুয়াহাটি মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে আইসিইউতে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে গতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শম্ভু গুপ্ত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রয়াত শম্ভু গুপ্ত অসমিয়া ছায়াছবি 'দেবী' এবং 'প্রেম আরু প্রেম' পরিচালনা করেছিলেন।

এদিকে জানা গেছে, প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক শম্ভু গুপ্তের ছেলে নিলয় গুপ্ত এবং মেয়ে পূবালী গুপ্তও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। নিলয় গুপ্ত হোম আইসোলেশনে আছেন। তবে মেয়ে পূবালীর শারীরিক অবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হলে তাঁকেও গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। বর্তমানে আইসিইউতে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক, সক্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মী শম্ভু গুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শম্ভু গুপ্তের মৃত্যুতে অসমের সাংস্কৃতিক জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে তাঁর টুইটারে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। অনুরূপ শোক ব্যক্ত করে প্রয়াত শম্ভু গুপ্তের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন রাজ্যর সাংস্কৃতিক জগতের বহুজন।

শুক্রবার থেকে অসমে আন্তঃজেলা যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : দুরন্ত কোভিড-এর চেইন ভাঙতে অসমে আগামী শুক্রবার থেকে আন্তঃ জেলা যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে রাজ্য সরকার। সোমবার এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জানান, আগামী বুধবার কোভিড এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। বৈঠকে এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের সঙ্গে আলোচনা হবে। আলোচনার পর গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করবে। তিনি বলেন, করোনাকেন্দ্রিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বলবৎ বিধিনিষেধে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও কঠোর হবে সরকার, জানান তিনি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল রবিবার (১৬ মে) থেকে গোটা রাজ্যে বেলা ১১-টায় সবধরনের দোকানপাট তথা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া বেলা ১২টা থেকে পরের দিন ভোর ৫-টা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ, অর্থাৎ এই সময়কালে কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যজুড়ে এই বিধি জারি থাকবে, জানানো হয়েছিল সরকারি নির্দেশিকায়। এদিকে যানবাহন চলাচল করার ক্ষেত্রে ১৩ মে জারিকৃত জোড়-বেজোড় সংখ্যার নীতির প্রচলন অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে আগের মতোই স্বাস্থ্য ইত্যাদি জরুরি পরিষেবাকে নয়া বিধি থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের চা বাগানগুলির জন্যও পৃথকভাবে কোভিড-বিধি জারি করেছে অসম সরকার। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও চা বাগানে ২০ জন কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত হলে সংশ্লিষ্ট বাগানগুলিকে কনটেইমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৩ তারিখ ভোর পাঁচটা থেকে অসমে ১৫ দিনের জন্য বলবৎ হয়েছিল মিনি লকডাউন। এদিন বেলা ১:০০টা থেকে দোকানপাট, সবধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস-কাছারি বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত।

গুজরাট উপকূলে দিকে এগিয়ে চলেছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'তকতে', মোতায়েন সেনা

গান্ধীনগর, ১৭ মে (হি.স.) : শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'তকতে'। পরিণত হয়েছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, সোমবার রাত ৮টা থেকে ১১টার মধ্যে গুজরাটের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে তকতে। ঝড়ের সময় হাওয়ার গতি পৌঁছে যেতে পারে ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। সেই সঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণও বাড়তে পারে অনেকটা। ক্ষতির পরিমাণ যাতে কম হয়, তার জন্য গুজরাতে মোতায়েন করা হয়েছে সেনা জওয়ানদের। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা বয়েছে, গুজরাট উপকূলের পোরবন্দর ও ভাবনগর জেলার মধ্যে নিচু জমির ২৫ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। এখনও পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকা থেকে দেড় লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, পোরবন্দর, আমরেলি, জুনাগড়, গির সোমনাথ, ভাবনগরের উপকূল ও আমদাবাদের উপকূল এলাকায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। এমনকি ধস নামার সম্ভাবনাও রয়েছে বহু জায়গায়। ইতিমধ্যেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও গুজরাটের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৫৪টি দলকে উপকূলবর্তী নিচু এলাকাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ যাতে কম হয়, তার জন্য গুজরাটে মোতায়েন করা হয়েছে সেনা জওয়ানদের। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি গুজরাট, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীদের এবং দমন ও দিউয়ের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ফোন করেন। এদিকে, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৈঠকে বসেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

'তকতে'-এর তাণ্ডবের মধ্যে ২৭৩ জন নিয়ে সমুদ্রে আটকে বার্জ, উদ্ধারে নৌসেনা

মুম্বই, ১৭ মে (হি. স.) : শক্তি বৃদ্ধি করে অত্যন্ত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিয়েছে 'তকতে'। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে মুম্বই উপকূল বরাবর মাঝসমুদ্রে আটকে পড়ল একটি বার্জ। তাতে আছেন কমপক্ষে ২৭৩ জন। সাহায্য এবং উদ্ধারের জন্য ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর রণতরী আইএনএস কোচি। প্রবল শক্তি বৃদ্ধি করে সোমবার সন্ধ্যায় গুজরাট উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে 'তকতে'। সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রীতিমতো বিপর্যস্ত মুম্বই। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী এলাকায়। আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের বিশালাকার ঢেউ। তারইমধ্যে মুম্বই উপকূল বরাবর মাঝসমুদ্রে আটকে ওই বার্জটি। ভারতীয় নৌবাহিনীর এক মুখপাত্র বলেছেন, 'বোম্বে হাই (বর্তমানে মুম্বই হাই নামে পরিচিত) এলাকার হীরা তৈলক্ষেত্র থেকে যাওয়া পি৩০৫ বার্জের থেকে সাহায্যের আর্জি পেয়ে তল্লাশি এবং উদ্ধার অভিযানে গিয়েছে রণতরী আইএনএস কোচি। যে বার্জে ২৭৩ জন আছেন।'

বিশ্বনাথের বালিপুখুরিতে সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

বিশ্বনাথ (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত বালিপুখুরি এলাকায় সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেছেন একজন। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরেকজন। ঘটনা সোমবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রতিবেশী রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ থেকে মেঘালয়গামী এমএল ০৫ কিউ ১৯৫৯ নম্বরের হোন্ডা এক্সিন্ট মডেলের একটি কার আজ বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ বিশ্বনাথের বালিপুখুরি এলাকায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়িতে দুই আরোহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গাড়ির চালক বছর ৪০-এর শংকর ছেত্রী ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া অপরজন রাজেশ যাদব (৪০) গুগুরুরভাবে আহত হয়েছেন। আহত রাজেশকে সংকটজনক অবস্থায় বিশ্বনাথ চারিআলি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হতাহত দুজনের বাড়ি মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে বলে পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ।

ইতিবাচকতা ও চিকিৎসকের পরামর্শই করোনা প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার : আনন্দ কৌশল

ওমপ্রকাশ সিং ও রাকেশ দাশ

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): করোনার প্রকোপে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা সমগ্র দেশে। যদিও, করোনার থেকে সেরেও উঠছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। করোনা-মুক্ত যাঁরা হয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে করোনাকে হারানোই যেতে পারে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের চিফ মিডিয়া স্ট্রেটেজিস্ট আনন্দ কৌশল ও তাঁর স্ত্রী অনুপমাও করোনা-মুক্ত হয়েছেন। আনন্দ কৌশলের সঙ্গে বিশেষ আলাপচারিতা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার। করোনার থেকে সেরে ওঠা আনন্দ কৌশল বলেছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির সামাজিক বহিষ্কার সবথেকে বেশি ঘাতক। করোনা-আক্রান্তদের যাঁরা সামাজিক বহিষ্কার করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন, কিছু ওষুধের কোম্পানি নিজেদের ওষুধ বিক্রি করার জন্য ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। কিছু কিছু মিডিয়াও খলনায়কের ভূমিকা পালন করছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে রিপোর্টিং করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা করা উচিত।

সংক্রমিত ব্যক্তির ভয় সবচেয়ে বেশি ঘাতক

আনন্দ কৌশল বলেছেন, করোনা-সংক্রমিত ব্যক্তির ভয় পাওয়া চলবে না। কারণ এই রোগ নিরাময়যোগ্য নয়। ১০০ বছরের বৃদ্ধ থেকে যুবকরা এই রোগকে হারিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ভয় ও আতঙ্কের কারণে শরীরের ভিতরে নেতিবাচকতা উৎপন্ন হয়, যে কারণে শরীরে খারাপ এনজাইম তৈরি হয়। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় এবং সংক্রমিতের স্ট্যামিনা কমে যাওয়ায় মৃত্যু হয়। আনন্দ কৌশল বলেছেন, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে ওপরের পরিপূরক। সঙ্কটের সময় করোনা-আক্রান্তকে সামাজিক বহিষ্কার না করে কোভিড-১৯ প্রোটোকল মেনে তাঁর পাশে থাকা উচিত।

সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে সংগীত

তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, সংবাদ চ্যানেল দেখার পরিবর্তে সিনেমা দেখুন। তাছাড়া সংগীতও নেতিবাচক পরিবেশকে ঠিক করার ক্ষমতা রাখে। এজন্য গান শুনতে পারেন। তবে, চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নিয়মিত ওষুধ নিতে হবে।

বাষ্প নেওয়া কার্যকর উপায়

সংক্রমণের কারণে গলায় কফ জমে যায়, যা খতম করার সবথেকে কার্যকর উপায় হল, গরম জলের বাষ্প নেওয়া। দিনে তিন-চারবার এমনটা করলে গলা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অক্সিজেন লেভেলও ঠিক রাখতে হবে। এজন্য অনেক বেশি জল খেতে হবে এবং খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে হবে। এছাড়াও সমগ্র দেশে মহামারীর চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে তাও সহায়ক। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কেউ যদি বাড়িতেই সঠিকভাবে চিকিৎসা নেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে করোনাকে হারাতে পারবেন। আনন্দ জোর দিয়ে বলেছেন, মহামারী প্রাণঘাতী নয়, চিকিৎসা রয়েছে। তাই নেতিবাচক মানসিকতাকে দূরে রাখতে হবে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো যেন চিকিৎসা নেন।

বাড়ল মেয়াদ, ৩১ মে অবধি কোভিড কারফিউ অন্ধ্রপ্রদেশে

অমরাবতী, ১৭ মে (হি.স.): করোনাকে রুখতে কোভিড কারফিউর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। আগামী ৩১ মে পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশে করোনা-কারফিউ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জগন্মোহন রেড্ডি সরকার। গত ৫ মে থেকে শুরু হওয়া করোনা-কারফিউ প্রতিদিন দুপুর থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত চলছিল, শেষ হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার। কিন্তু, সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মে মাসের শেষ অবধি চলবে কোভিড কারফিউ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নির্দেশ দিয়েছেন, 'প্রতীক্ষিত ফলাফলের জন্য কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ চলতে হবে কারফিউ, তাই কারফিউ চলবে এই মাসের শেষ পর্যন্ত। পাশাপাশি করোনায় যে সমস্ত বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের সন্তানদের দেখভাল করার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি।

নারদ কাণ্ড ফিরে দেখা

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : ২০১৪ সালের স্টিং অপারেশন নারদ কাণ্ড নিয়ে ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি। কিন্তু ঠিক কী ছিল স্টিং অপারেশনে? ২০১৪ সালে ম্যাথু স্যামুয়েল এবং তাঁর সহকর্মী অ্যাঞ্জেল আব্রাহাম প্রায় বাহান্ন ঘণ্টা ধরে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি স্টিং অপারেশন করেন। যা ২০১৬ সালে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশ্যে আসে। গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড করা ওই ভিডিওতে একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে আর্থিক লেনদেন করতে দেখা গিয়েছিল।

স্টিং অপারেশনে ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র, মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদ, অপরূপা পোদ্দার, শঙ্কুদেব পণ্ডা, আইপিএস অফিসার এস এম এইচ মির্জাকে টাকা নিতে দেখা যায়। বিপুল পরিমাণ ওই অর্থের বিনিময়ে কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেও শোনা যায়। আর এই স্টিং অপারেশন সামনে আসার পরই রীতিমতো তোলপাড় হয় সর্বত্র। যদিও তৃণমূলের তরফে ভিডিওর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তবে বিরোধীরা তা মানতে নারাজ। বারবারই এই ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূলকে খোঁচা দিতে থাকে বিরোধীরা।

এই পরিস্থিতিতে যদিও স্টিং অপারেশনে ব্যবহৃত টাকার উৎস নিয়ে কিছুটা হলেও বিপাকে পড়েন ম্যাথু। কলকাতা হাই কোর্টের তরফে বারবার এ বিষয়টি জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। তিনি দাবি করেন স্টিং অপারেশনে ব্যবহার হওয়া ৮৫ লক্ষ টাকা সাংসদ কে ডি সিংয়ের সংস্থার কাছ থেকে পেয়েছেন।

ম্যাথুকে যাচাই করতে কে ডি সিংয়ের সংস্থাকে নোটিস পাঠানো হয়। তবে ম্যাথুর দাবি খারিজ করে দেয় কে ডি সিংয়ের সংস্থা। তারপর থেকে নোটিস পাঠানো হলেও একাধিকবার হাজিরা এড়ান ম্যাথু।এরই মাঝে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নারদ কাণ্ড অন্য মোড় নেয়। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয় যাঁরা ঘাসফুল শিবির ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন যেমন শুভেন্দু অধিকারী , মুকুল রায় তাঁদের স্টিং অপারেশনের ফুটেজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও তা মানতে নারাজ পদ্ম শিবির। এই আকচাআকচির মাঝেই সোমবার সকালে নয়া মোড়। গ্রেফতার ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়। নারদ মামলায় প্রথমবার চার্জশিট পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

প্রসঙ্গত, সোমবার সাতসকালেই চেতলার বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন ফিরহাদ হাকিম। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে অপর দুই অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী এবং মুকুল রায়কে কেন গ্রেফতার করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিবিআইয়ের সমালোচনায় অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : নারদ মামলা নিয়ে সিবিআইয়ের সমালোচনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তাঁর মতে, 'কাউকে ধরব, কাউকে ছাড়ব-সিবিআই এই নীতি গ্রহণ করতে পারে না।'

তৃণমূলের তিন নেতা-মন্ত্রী ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতারি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ফের সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। প্রসঙ্গত, এই মামলায় একই অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মুকুল রায় ও শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয়নি। এনিয়ে তৃণমূলের প্রশ্ন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যই কি তাঁদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে নারদ-মামলায় ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয় নিজাম প্যালেসে। সেখানেই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অ্যারেস্ট মেমো। তাতে সই করানো হয় চার নেতা-মন্ত্রীকে।

উল্লেখ্য, নারদ মামলায় যখন শুরু হয় সেই সময় তালিকায় ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়দের পাশাপাশি নাম ছিল মুকুল রায় ও শুভেন্দু অধিকারীদের। সেই সময় এঁরা দু''জন তৃণমূলে ছিলেন। পরবর্তীকালে, দু''জনই বিজেপিতে যোগ দেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার ফলেই কি মুকুল-শুভেন্দুকে গ্রেফতার করা হল না ?

একই প্রশ্ন তুলেছেন অধীর চৌধুরীও। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে নারদ কাণ্ডে সিবিআই চারজন প্রাক্তন এবং বর্তমান মন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। আমার বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার যেন বাংলার কেউ না হন। কাউকে ধরব, কাউকে ছাড়ব-সিবিআই এই নীতি গ্রহণ করতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'নারদ কাণ্ড, সারদা কাণ্ড এই বাংলার বহু পরিচিত ঘটনা। সারা বাংলা করোনা আবহে আক্রান্ত। মানুষের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব। মানুষ আজ দিশেহারা। এই অবস্থায় গ্রেফতার করাটা কি সমীচিন হয়েছে ? এই প্রশ্ন আমি সিবিআইকে অবশ্যই করব।' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। আক্রান্ত অভিনেত্রীর মা-বাবাও। কিন্তু তাঁরা বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন। প্রিয়াঙ্কার ভাইরাস লোড বেশি থাকায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। প্রিয়াঙ্কার বন্ধু অরিত্র দাস বললেন, "চিকিৎসা চলছে প্রিয়াঙ্কার। প্রথম থেকেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের খুব সাহায্য পেয়েছি। ওর অত্যন্ত কাশি হচ্ছিল। ভাইরাস লোডও বেশি। সে কারণেই ভর্তি করাতে হল। আমার সঙ্গে দু-একবার ফোনে কথা হয়েছে। বাকি খবর তো হাসপাতাল থেকেই নিতে হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরুক, এটাই চাইছি এখন।" প্রিয়াঙ্কার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁরা আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির সতীর্থরা। কয়েকদিন আগেই জন্মদিন কাটিয়েছেন অভিনেত্রী। করোনা পরিস্থিতিতে সকলের মতোই আতঙ্কিত ছিলেন তিনিও। সে কারণেই বাড়িতেই সেলিব্রেট করেছিলেন। ঠিক তারপরই বাবা-মা সহ করোনায় আক্রান্ত হন অভিনেত্রী।

সোমবার আগরতলায় করোনা কারফিউ চলাকালিন যানবাহন আটক করছে পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

ঘূর্ণিঝড় ‘তকতে’-এর দাপটে ব্যপক বৃষ্টি মহারাষ্ট্রে ঠাকরেকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

মুম্বই, ১৭ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় ‘তকতে’-এর দাপটে ব্যপক বৃষ্টি মহারাষ্ট্রে। সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুম্বইয়ে। একাধিক রাস্তা জলমগ্ন। প্রবল ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়েছে একাধিক গাছ। তবে ধ্বংসলীলা এখনও বাকি। কারণ ল্যান্ডফল হতে অনেক দেরি। তার আগেই রুদ্ররূপ প্রকাশ্যে আনছে তকতে। মুম্বই থেকে ১৩০ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে আপাতত রয়েছে বছরের প্রথম ঘূর্ণিঝড়। সন্ধে ৮টা থেকে ১১টার মধ্যে গুজরাট উপকূলে ল্যান্ডফল হবে তাউটের। তার আগে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ও দমন-দিউর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে ফের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুম্বইয়ে। সেই কারণেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মুম্বই বিমানবন্দর। বৃষ্টির জেরে মসজিদ লাইন পুরোপুরি জলের নিচে। এরজন্যে বন্ধ হয়ে যায় মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেন পরিষেবা। তকতের জেরে মুম্বইয়ের জুহু সমুদ্র সৈকত জনমানবহীন। প্রবল বর্ষণের জেরে মুম্বইয়ের একাধিক স্থানে ভেঙে পড়েছে গাছ। শিবসেনা ভবনের সামনেও ভেঙে পড়েছে গাছ। এদিন বিকেল তিনটে পর্যন্ত বিগত ছয় ঘণ্টায় মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির যে পরিসংখ্যান এসেছে তার পরিমাণ যথাক্রমে- কোলাবা - ৭৫ মিমি, জুহু বিমানবন্দর - ৭০ মিমি, বান্দ্রা - ৫১ মিমি, রাম মন্দির - ৫০ মিমি , মীরা রোড - ৩২ মিমি, দহিসার - ২৯ মিমি, টাটা পাওয়ার চেম্বার - ২৭ মিমি, কোপারখাইরে - ১৯ মিমি , বেলাপুর - ১৬ মিমি, রত্নাগিরি- ৩৬৪ মিমি, আলিবাগ- ৩১ মিমি, কোলহাপুর- ৪০ মিমি , মহাবলেশ্বর- ৮৪ মিমি, মুম্বই (সান্টাকরুজ) - ৫৭ মিমি , সাঙ্গলি- ১০ মিমি, পুনে- ৮ মিমি, সাতারা- ৩৫ মিমি, ইয়াবাটমাল- ৭.৬ মিমি। যার ফলে জলের তলায় শহরে একটা বড় অংশ। এই আবহে আইএমডির পূর্বাভাস, সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবল বর্ষণ জারি থাকবে মুম্বইতে।

ইতিমধ্যে চেন্নাই থেকে মুইয়ের একটি বিমানকে ঘুরিয়ে সুরাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুম্বই শহরে পুর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে পাঁচটি করে অস্থায়ী কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। আপাতত মুম্বইয়ে ৭৫-৮৫ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইছে, সঙ্গে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। প্রশাসন জানিয়েছে, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মোট ৭ হাজার মৎস্যজীবীদের নৌকা উপকূলে ফিরে এসেছে। ৩০০ বাণিজ্যিক নৌকায় নির্দেশ পাঠিয়ে এই দুই রাজ্যের উপকূলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এদিকে, মুম্বই থেকে প্রায় ৮ নটিক্যাল মাইল দূরে আকটে পড়েছে একটি বার্জ। ”জিএল কনস্ট্রাক্টর” এর কাছ থেকে এসওএস-এর ডাক পেয়ে সাহায্য করতে যাচ্ছে নৌ বাহিনী।

দেশে এমনিতেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত, তার ওপর আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড়, তাই আগেভাগেই করোনা সংক্রান্ত সব সতর্কতা নিয়ে রেখেছে রাজ্য প্রশাসনগুলি। মুম্বইয়ের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী নবাব মলিক জানিয়েছেন, বান্দ্র-কুরলা কমপ্লেক্সে ভর্তি থাকা ১৯৩ জন করোনা রোগীকে ইতিমধ্যেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে ১২ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিবৃতি দিয়ে নবাব মলিক জানিয়েছেন, একাধিক অঞ্চলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। করোনা পরিস্থিতিতে এই ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখতে নারাজ প্রশাসন। ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্যে মোতায়েন রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সব প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। এর আগে শনিবার ও রবিবার উপকূলবর্তী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিজেপি-তিপ্রা মথার সংঘর্ষ ভোমরাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ভোমরাছড়া ভিলেজের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে দুইটি রাজনৈতিক দল তথা বিজেপি এবং তিপ্রা মাথার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যারা আচ এসে পড়ে নতুন বাজার আশ্রম চৌমুহনী এলাকায়। হামলা-পাল্টা হামলা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভোমরাছড়া সহ নতুন বাজার আশ্রম চৌহমনী এলাকা। হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে কাঁদানো গ্যাস ছুড়তে হয়। এ ঘটনায় উভয় দলের বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থক আহত হয় তারা বর্তমানে নতুন বাজার গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তেলিয়ামুড়া শহরে মাস্ক ব্যবহারের অনিহা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ মে।। সারা দেশ তথা রাজ্য জুড়েই চলছে করুনা অতি মারির ভয়াবহ দাপাদাপি। অন্য দিকে রাজ্যের প্রাণ কেন্দ্র শহর তেলিয়ামুড়াতে সোমবার ছিল সাপ্তাহিক হাট বার এদিন বাজারে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে উপচে পড়া ভিড়, ক্রেতা-বিক্রেতা রাজ্য সরকারের নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাগুষ্ঠ দেখিয়ে মাক্স পরিধান না করেই ক্রেতা-বিক্রেতারা বাজারে ভিড় জমায়। এতে করুণা ভাইরাসের গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন সাধারণ জনগণদের সচেতন করার লক্ষ্যে বারবার মাইক যোগে করুণা ভাইরাস সম্পর্কে চেতামনি দিলেও মহাকুমাবাসীর সমৃদ্ধ ফিরছে না। এমনিতেই করুনা ভাইরাসের কারণে গোটা দেশ তথা রাজ্য আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন গুজরান করছে। এর উপর রাজ্য সরকারের নিয়ম নীতিকে বৃদ্ধাগুষ্ঠ দেখিয়ে বাজারে আম জনতার উপচে পড়া ভিড়। অন্য দিকে সাধারণ জনগণকে মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা রাজ্য সরকার বারবার বললেও তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন হাট-বাজারের এ বিষয়গুলি দীর্ঘদিন ধরে নজর আন্দাজ করে চলেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চিকিৎসকদের

● **প্রথম পাতার পর**

সেই মদমত্ত যুবকের হাত থেকে রক্ষা করে ডা. অরূপ দাসকে। এই ঘটনায় ডা. অরূপ দাস জিবি ফাঁড়িতে একটি মামলা দায়ের করেন। এই ধরনের ঘটনায় স্তম্ভিত তিনি। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানান। সোমবার এই ঘটনা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা না থাকায় এ জিএমসি-র প্রিন্সিপাল ডা. কে কে কুণ্ডু’র কাছে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করে বেশ কিছু দাবি তুলে দেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকেরা। তাদের বক্তব্য হাসপাতালের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হোক। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নেওয়ার দাবি জানান তারা। একই সঙ্গে হাসপাতালে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানান পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের চিকিৎসকেরা।

দৈনিক

● **প্রথম পাতার পর**

সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,১১, ৭৪,০৭৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৪.৮১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৬০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৬,৯১,২১১ জনকে।

জেল

● **প্রথম পাতার পর**

যার ফলে জামিন পেয়েও মুক্ত হচ্ছেন না চার হেভিওয়েট ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। জেলে যেতে হচ্ছে তাঁদের। বুধবারের শুনানিতে ঠিক হবে তাঁদের জামিন বহাল থাকবে কি না। জানা গিয়েছে, চার জনকেই প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হবে। সেজন্য সেখানে একটি ওয়ার্ডে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে জেলে।

গন্ডাছড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

অবসাতেই সম্ভব ছিল না। তাই সেখানেই ডিসিএম এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের উপসিতিতে মরদেহ ময়না তদন্ত করা হয়। মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধারনা করা হচ্ছে সচিরানি ত্রিপুরাকে ধর্ষন করা হয় এবং ধর্ষণ শেষে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। পচাগলা রক্তমাখা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

আছে তা বেরিয়ে আসবে পুলিশি তদন্তেই বলে ধারনা মৃতের পরিবার সহ অন্য জাওয়ানদের। এদিকে মৃতদেহের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া রাইফেল তদন্তের স্বার্থে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

মধ্যবিত্তের

● **প্রথম পাতার পর**

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৪.৩১ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৮.০৭ টাকা প্রতি লিটার।

ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে দুর্ভোগ তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ মে।। করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নতুন নির্দেশিকা জারি করায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে সোমবার করুনার দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নিতে এসে জনগণ চরম বিপাকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার সকাল সাতটা থেকে সাধারন জনগন করুনার দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভিড় জমায়। হাসপাতাল চত্বরে করুনার ভ্যাকসিন নিতে আসা জনগণের ভিড় দেখে স্বভাবতই মনে হচ্ছে যেন রাজ্য থেকে করুণা উধাও। সচেতনশীল মানুষজন করুণা নিয়ে অসচেতনতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করুনার ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে।বিন্দুমাত্র সামাজিক দূরত্ব নেই হাসপাতাল চত্বরে। করুনার ভ্যাকসিন নেওয়ার নীতি নির্দেশিকা বদল হওয়াই আমজনতার মধ্যে দেখা গেল ক্ষোভ। তাদের বক্তব্য,সাধারন জনগন সকাল সাতটা থেকে করুনার দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ হাসপাতালে থেকে জানানো হয় করুনার দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নেওয়ার নিয়ম নির্দেশিকা বদল হয়েছে। আগে যেমন প্রথম ভ্যাকসিন নেওয়ার ৪২ দিন অন্তর দ্বিতীয় ভেকসিন প্রদান করা হতো সেই নিয়ম নির্দেশিকা বদলে এখন ৪২ দিনের বদলে ৮৪ দিন করা হয়েছে। যার ফলে হাসপাতাল চত্বরে দেখা দেয় ক্ষোভ বিক্ষোভ। যার ফলে ঘটনার পরিস্থিতি সামাল দিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হয়। সাধারণ জনগণের বক্তব্য, তেলিয়ামুড়া থানার জনৈক পুলিশ অফিসার নাকি করুনার ভ্যাকসিন নিতে আসা জনগণ দের সাথে দুর্ব্যবহার করে।যার ফলে ভ্যাকসিন নিতে আসা সাধারণ জনগণের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এদিকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় ৩১ জন করুণা এন্টিজেন টেস্ট করার পর ১৫ জন করুণায় আক্রান্ত। ১৫ জনকে ১৫ জনকে হোমকোয়ারেন্টে রাখা হয়েছে। এদিকে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য করুণা এন্টিজেন টেস্ট প্রয়োজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতাল এ করুনা এন্টিজেন টেস্ট করা হয় মোট ৩১ জনের এর মধ্যে করোনা সনাক্ত পজেটিভ রয়েছে ১৮ জন। এইসব করোনা শনাক্ত রোগীরা হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরিয়ে বেঘোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার ৪-৫ জন টমটম চালকরা হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করে এন্টিজেন টেস্ট করার কাজে নিয়োজিত দীপক দেবনাথ এর সাথে কথাবার্তা বলেন, কিভাবে হাসপাতাল চত্বর থেকে করোনা সনাক্ত রোগী বেরিয়ে আসছে।

সেন্টার থেকে

● **প্রথম পাতার পর**

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এর নেতৃত্বে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জোরকদমে তল্লাশি অভিযান জারী রেখে কয়েক ঘন্টা পর অবশেষে তাকে কুফিলংস্থিত বাড়ি থেকে তাকে আটক করে পুনরায় চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে আসেন। এরপর দুপুর দুইটায় তাকে আগরতলাস্থিত এজিএমসিতে স্থানান্তর করা হয়েছিলো। সেখান থেকেও পালিয়ে চলে আসে। কিন্তু সোমবার তাকে আবার পাওয়া যায় উদয়পুর রেল স্টেশনে। সেখানে তাকে দেখতে পেয়ে পুলিশকর্মীরা পুনরায় চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে আসে। এই বিষয়ে উদয়পুর চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক জানান, পলাতক করোনা পজিটিভ রোগী সেলিম মিয়া জানায় রেলে করে আগরতলা থেকে উদয়পুরে এসেছে। এখন সে চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছে। উর্ধতন কতৃপক্ষের নির্দেশে এলেই বোঝা যাবে ওকে কোথায় রাখা হবে। পরপর দু”বার কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

যন্ত্রণা

● **আটের পাতার পর**

এলাকার বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে রাস্তার মধ্যে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার পক্ষ থেকে মধুপুর বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে অভিযোগ জানানোর পরেও কোন ধরনের তৎপরতা দেখা যায়নি বিদ্যুৎ কর্মীদের। বর্তমানে ওই এলাকার পাঁচ থেকে সাত হাজার পরিবার বিদ্যুৎ না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে পানীয় জল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদিকে অভিযোগ মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসে বর্তমান সিনিয়র ম্যানেজার ভূপেন্দ্র ভৌমিক আসার পর থেকেই বিদ্যুতের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারন জনগনকে। তিনি সাধারণ জনগণের সাথে সর্বদাই খারাপ আচরণ করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ।শুধু তাই নয়, অফিসে ফোন করলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এদিকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গত দুইদিন যাবত বিদ্যুৎবিহীন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তার নার্স এবং রোগীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। অতি দ্রুত রাধানগর এবং মধুপুৰ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুতের লাইন সারাই করে অতি দ্রুত বিদ্যুত পরিষেবা চালু করার দাবি উঠছে। অবিলম্বে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার
ব্যবস্থা করা না হলে এলাকাবাসী আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অগ্নিকান্ড

● **আটের পাতার পর**

এই আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ-এর বিভিন্ন রকম গোলযোগ দেখা দিয়েছে।বিশালগড় বিদ্যুৎ দপ্তরে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনো রকম হেলদোল নেই।এমনটাই জানিয়েছেন আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মালিক বাবুল পাল। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষাধিক টাকা।

বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উঠেছে।

আদেশ

● **প্রথম পাতার পর**

আধাসামরিক বাহিনী, পুর পরিষেবা, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং সংবাদ মাধ্যম, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, স্থলবন্দর, এনআইসি, ডাক পরিষেবা, বীজ, সার বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি জরুরি পরিষেবার সাথে জড়িত অফিসও যথারীতি চলবে। বাকি অফিসগুলি হেড অফিসের তৈরি রোস্টার অনুসারে কতিপয় কর্মচারী দিয়ে চলবে। উল্লিখিত জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীরা কারফিউ এলাকা, কন্টেইনমেন্ট জোন এলাকার ভিতরে বাইরে যাতায়াত করতে পারবেন এবং সেজন্য তাঁদের নিজ নিজ দফতরের পরিচয়পত্রই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

কিছু কিছু সরকারি কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা কন্টেইনমেন্ট জোন, কারফিউ এলাকায় বসবাস করেন, অথচ সেই এলাকার বাইরে কাজ করেন। আবার কিছু কিছু কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা কন্টেইনমেন্ট জোন/কারফিউ এলাকার বাইরে থাকেন কিন্তু কন্টেইনমেন্ট/কার্ফু এলাকায় কাজ করেন, এমন সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যদি কেউ অফিস কর্তৃক জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত থাকেন তা-হলে তাঁরা অফিস/সংস্থাগুলিতে আসা-যাওয়া করতে পারবেন। বাকিরা দফতরের রোস্টার অনুযায়ী চলবেন। কোনও দফতরের কাজ জরুরি পরিষেবা কিনা তা নিয়ে দ্বিধা সৃষ্টি হলে জেলাশাসক/দফতরের সচিব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। প্রসঙ্গত, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৫-এ প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে মুখ্যসচিব এই আদেশ জারি করেছেন।

গৃহবধূ

● **প্রথম পাতার পর**

নাগাদ সুপ্রিয়া দেবনাথ রেগার কাজ সেরে ন বাড়িতে যায়। বাড়িতে স্বামী অজিত দেবনাথ সুপ্রিয়া দেবনাথকে গালমন্দ করতে থাকে। এরপর শুরু হয় ঝগড়া। এই ঝগড়ার জেরে সুপ্রিয়া ঘরে থাকা কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক ওষুধ খেয়ে ফেলে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে লোকজন বেরিয়ে এসে প্রথমে নাকাশিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। তার অবস্থা খারাপ দেখে কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় কমলপুর সহ পশ্চিম হালাহালি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কমলপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যে শিক্ষার

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নে একের পর এক সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে। নতুন এই শিক্ষামূলক চ্যানেলের সূচনা এই কর্মসূচিরই একটি অন্যতম পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা দপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষা দপ্তর পিছিয়ে নেই। কিভাবে রাজ্যের শিক্ষার্থীদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য দপ্তর কাজ করছে। রাজ্যে সকল স্তরের পড়ুয়াদের জন্য এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দপ্তর গত তিন বছরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কার্যকর করেছে তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এন সি ই আর টি পাঠক্রম চালু, শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন করা, কেন্দ্রীয়ভাবে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা চালু, ত্রিপুরা বিজ্ঞান ও গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা প্রচলন, প্রি-বোর্ড পরীক্ষা প্রথার প্রচলন, টি বি এস ই থেকে সি বি এস ই”তে পরিবর্তন, বছর বাঁচাও পরীক্ষা, বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে রূপান্তর, ‘নতুন দিশা’ চালু, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, চিফ মিনিষ্টার মেরিটরিয়াস অ্যাওয়ার্ড প্রদান, স্পোকেন ইংলিশ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম, ককবরক সাহিত্য চর্চা, ওয়ার্কবুক প্রস্তুত, ‘শিক্ষা উৎকর্ষতায় মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার’ ও শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা আগে কখনোই ছিল না। তিনি বলেন, জনজাতি সম্প্রদায় থেকে শুরু করে গরীব অংশের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সকল অংশের পড়ুয়ারা যাতে গুণগত শিক্ষায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারে তার জন্যেই এই সমস্ত উদ্যোগ কার্যকর করা হচ্ছে। উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব, কোভিড পরিস্থিতিতে যথাযথ নিয়ম মেনে চলতে এবং করোনা কার্ফুর বিধিনিষেধ মেনে চলতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নিয়ম অনুসারেই রাজ্যে টিকাকরণ চলছে। প্রায় ২৬ শতাংশ টিকাকরণ করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। এনিয়ে অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। সরকার এবিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করছে এবং নজর রাখছে বলেও তিনি সাংবাদিকদের জানান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে গত ১৪ মাস ধরে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ রয়েছে। মাঝখানে স্কুল খুললেও বর্তমানে পরিস্থিতির কারণে পুণরায় বন্ধ রাখতে হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন দিশা কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানের অগ্রগতি ঘটানো হয়েছিল কিন্তু ১৪ মাস স্কুল বন্ধ থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩৬ শতাংশ। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের স্বার্থে নতুন এই চ্যানেলটি চালু করতে হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, এর আগে শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাবল চ্যানেল ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের বিষয়টি চালু রেখেছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কারণে শিক্ষা দপ্তরের একান্ত নতুন এই চ্যানেলটি চালুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই অতিমারির সময়েও ছাত্রছাত্রীরা কোনভাবেই যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই চ্যানেলটি চালু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই চ্যানেলটিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পাঠক্রমের পাশাপাশি শিক্ষামূলক আলোচনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্প্রচারিত হবে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ একটি শুভদিন বলে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি কোভিড পরিস্থিতিতে সকলের সচেতনতা, সাবধানতা, নিয়ম মেনে চলা, পরীক্ষা করা এবং টিকাকরণের জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সংক্ষিপ্ত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা।

বর্তমানে চ্যানেলটি সারা রাজ্যে ৯০ শতাংশ এলাকায় উপলব্ধ হবে। সৃষ্টি হ্যাথওয়ে ক্যাবল নেটওয়ার্ক (চ্যানেল-৩২৭), জিও টিভি এবং ইউ টিউব চ্যানেলে এবং বাকি ১০ শতাংশ ক্লাউড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যাবে। ‘বন্দে ত্রিপুরা’ চ্যানেলটি ২৪ শ্র ৭ সময়কাল অনুযায়ী বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেণী উপযোগী এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি সম্প্রচারিত হবে। চ্যানেলের স্টুডিও রয়েছে আগরতলার কুমারীটিলা, কুঞ্জবনস্থিত এস সি ই আর টি অফিসে।

ভ্যানগার্ড

● **আটের পাতার পর**

নিউজ ভ্যানগার্ডকে সর্বতোভাবে সহায়তা করছে বিজয়কুমার চৌমুহনীস্থিত ইস্টার্ণ সায়েন্টিফিক কর্পোরেশন, বড়দোয়ালীস্থিত মা উষা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং বোধজংনগরস্থিত ত্রিপুরা এয়ার প্রোডাক্টস।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে আগরতলা ক্লাব ফোরামের উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান তথা দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল নিউজ ভ্যানগার্ডের ’প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড’ কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ক্লাবসহ সামাজিক সংস্থাগুলোর এধরণের কাজে আরো এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক তথা হেডলাইন্স ত্রিপুরার এডিটর প্রণব সরকার ’প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড’ কর্মসূচীকে সময় উপযোগী ও ব্যতিক্রমী কর্মসূচী বলে আখ্যায়িত করেন। মা উষা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের রূপকার তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক সুশান্ত রায় ’প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড’ কর্মসূচীকে রাজ্যের সার্বিক চিকিৎসা পরিষেবার সহায়ক কর্মসূচী হিসেবে বেখ্যা দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টার্ন সাইন্টিফিক কর্পোরেশনের কর্ণধার বিশ্বনাথ আইন দাস নিজের সংস্থাকে এই ’প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড’ কর্মসূচীর সাথে যুক্ত করতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগরতলা পুর এলাকার ক্লাবসমূহকে নিজ এলাকায় হোম কয়ারেন্টাইনে থাকা করোনা পসিটিভ রোগীদের বাড়িতে প্রয়োজন অনুযায়ী অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যও সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান রেখেছেন নিউজ ভ্যানগার্ড কর্তৃপক্ষসহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

াঙ্গন

ভারতের বিরুদ্ধে গড়াপেটা ! অজি ও ইংল্যান্ডের ৫ ক্রিকেটারকে ক্লিনচিট দিল আইসিসি

দুবাই, ১৭ মে (হি. স.) : বিরাট কোহলীর ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে গরাপেটার অভিযোগ উড়িয়ে দিল আইসিসি। কাতারের সংবাদ মাধ্যম আল জারিরায় ২০১৬ সালে চেন্নাইতে ভারত বনাম ইংল্যান্ড ও ২০১৭ সালে রাঁচিতে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দুইটির কিছু সেশন গড়াপেটা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। যদিও সোমবার সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়াল আইসিসি। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা তাদের এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এ ভাবে ম্যাচ গড়াপেটা সম্ভব নয়। তথ্যচিত্র প্রস্তুতকারীদের অভিযোগ অহেতুক'।

২০১৮ সালে কাতারের সংবাদ চ্যানেল আল জারিরা 'ক্রিকেটস ম্যাচ ফিক্সার্স' বলে এক তথ্য সম্বলিত ডকুমেন্টারি প্রকাশ করেন যেখানে দাবি করা হয় দুই অস্ট্রেলিয়ান এবং তিনজন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার গড়াপেটার সাথে যুক্ত। সেই ডকুমেন্টারির ওপর ভিত্তি করে ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি চারজন স্বনির্ভর বেটিং এবং ক্রিকেট বিশেষজ্ঞকে যেসব সেশনগুলি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তার তদন্তভার দেয়। পাশাপাশি যে পাঁচজন ক্রিকেটারের দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে, তাঁদেরও ডেকে পাঠানো হয়। তবে সবদিক বিচার বিবেচনা করে আইসিসি ম্যাচ গড়াপেটার পক্ষে কোন সাক্ষ্য না পাওয়ায় এবং চার সদস্যের কমিটিও প্রশ্নের মুখে পড়া ওই সেশনগুলির খেলাকে সম্পূর্ণ সাধারণ ক্লিনচিট দেওয়ায় গড়াপেটার অভিযোগ খারিজ করা হয়।

আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার অ্যালেক্স মার্শেল জানানস, 'আমাদের খেলায় গড়াপেটার কোনরকম স্থান নেই। কেউ যদি কোন ম্যাচে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়, সেক্ষেত্রে তাঁদের করা রিপোর্টকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাগত জানাচ্ছি। তবে অভিযুক্তিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি না, সেই দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে দেখানো জায়গাগুলিতে পোক্ত প্রমাণের অভাব ও আমার তদন্তের ভিত্তিতে আমরা কোনরকম সন্দেহজনক গতিবিধির টের পায়নি।'

মার্শাল আরও জানান যদি নতুন কোন পোক্ত প্রমাণ সামনে আসে, তবে তিনি পুনরায় তদন্ত চালু করতে রাজি। কিন্তু বর্তমানে সবদিক বিবেচনার পর তদন্তের সিদ্ধান্তে তিনি সন্তুষ্ট।

'স্যান্ডপেপার গেট' কান্ডে ফের ব্যানক্রফকে জেরা করবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দুর্নীতিদমন শাখা

সিডনি, ১৭ মে (হি. স.) : ক্যামেরন ব্যানক্রফের চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পর নয়া মোড় নিয়েছে তিন বছরের পুরনো 'স্যান্ডপেপার গেট' বিতর্ক। যা বেশ চাপেও ফেলে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডকে। মাইকেল ক্লার্কের মতো প্রাক্তনরা বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলার পর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দুর্নীতিদমন শাখার অফিসাররা ইতিমধ্যেই ব্যানক্রফকে আরও একবার জেরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিন বছর আগের বিতর্কের জেরে ন'মাস নির্বাসিত করা হয়েছিল ক্যামেরন ব্যানক্রফকে। এক বছর করে নির্বাসিত হয়েছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ। কিন্তু সম্প্রতি ব্যানক্রফ বলেছেন, টিমের আরও অনেকে ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। তার পরই সমালোচনার মুখে পড়ে বোর্ড। বাধ্য হয়ে আবার তদন্ত শুরু করেছে। বোর্ডের একটি সূত্র বলছেন, 'ইন্টিগ্রিটি অফিসাররা ব্যানক্রাফকে আরও একবার জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুরনো ঘটনা নিয়ে। ও যদি আরও কিছু তথ্য দিতে পারে, তা হলে তদন্ত নতুন দিশা পাবে। ও কী বলে, সে দিকে তাকিয়ে আছি আমরা।' পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, স্মিথ-ওয়ার্নারদের শাস্তি দিয়ে কি বোর্ড দায় সারতে চেয়েছিল? ওয়ার্নারের ম্যানেজার জেমস আসর্নি বলেছেন, 'তার মানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, বোর্ড সে সময় সমস্ত ক্রিকেটারকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেইনি। অত্যন্ত দায়সারা ভাবে শেষ করা হয়েছিল তদন্তটা। এটা একটা রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের মানুষের সবটা জানা উচিত।' অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মাইকেল ক্লার্ক আবার স্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেছেন বোর্ডকে। 'ব্যাপারটা ভেবে খুব মজা লাগছে, বল বিকৃত হচ্ছে, বোলারের হাতে সেটা ফেরত যাচ্ছে, আর বোলার নাকি কিছু জানতেই পারছে না! প্লিজ, মজা করবেন না!' ক্লার্ক একই সঙ্গে জুড়েছেন, ব্যানক্রফ চমকে দেওয়া কোনও তথ্য তো দেয়নি। তিনি বরং সাহস করে সত্যিটা বলেছেন। এর ফলে বোলাররাও যে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার খবরকে উড়িয়ে দিলেন কোচ জিনেদিন জিদান

মাদ্রিদ, ১৭ মে (হি. স.) : রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার খবরকে উড়িয়ে দিলেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জিনেদিন জিদান। জিদান জানিয়েছেন, 'আমার টিম এখন লা লিগা খেতাবের জন্য লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে আমি কী করে বলব আমার প্লেয়ারদের যে, ক্লাব ছেড়ে দিচ্ছি। খেতাবের জন্য আমরা এখন সর্বস্ব দিতে মরিয়া। আর আপনাদের বলে রাখি, এখানে আমি ঠিকঠাকই আছি।'

একদিন আগেই খবর রটে যায় রিয়াল ছাড়ছেন জিদান। বলা হয় মরসুমের শেষ ম্যাচ খেলেই তিনি দল ছাড়বেন। জিদান নাকি এই কথা সেভিয়া ম্যাচের পরে ফুটবলারদের জানিয়েছিলেন। এই খবরে তোলপাড় হয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ মিডিয়া বারবার এই খবর দেখাতে থাকেন। বিশ্ব জুরে ছড়িয়ে পরে জিদানের রিয়াল ছাড়ার গল্প। রবিবার অ্যাটলেটিকো বিলবাওকে ১-০ হারানোর পর জিদান সাংবাদিক সম্মেলনে এসে এই গুজব উড়িয়ে দেন। প্রেস মিটে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'আমার টিম এখন লা লিগা খেতাবের জন্য লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে আমি কী করে বলব আমার প্লেয়ারদের যে, ক্লাব ছেড়ে দিচ্ছি। খেতাবের জন্য আমরা এখন সর্বস্ব দিতে মরিয়া। আর আপনাদের বলে রাখি, এখানে আমি ঠিকঠাকই আছি।'

এদিনের ম্যাচ জেতার পরে জিদানের আরও জানান, 'ক্লাবের বাইরের লোকজন যা ইচ্ছে বলতে পারে। কিন্তু আমি আমার প্লেয়ারদের এইরকম কোনও কথা কখনওই বলিনি।' আগামী রবিবার লা লিগা খেতাবের নিষ্পত্তি হবে। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে জিদান নিজের টিমকে ফোকাসড রাখতে চান। রিয়াল কোচ পরিষ্কার বলেছেন, 'মরসুম শেষ হলে কী হবে, তখন দেখা যাবে। কিন্তু এখন আমার আর টিমের একটাই ফোকাস, রবিবারের ম্যাচ। ওই ম্যাচটাই ফাইনাল ধরে এগোচ্ছি। আর তাই এই মুহূর্তে আমরা কেউই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার মতো জায়গায় নেই। তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হল রবিবারের ম্যাচ।'-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিসিসিআই-এর চাটার্ড বিমানে করে দেশে ফিরলেন আইপিএল ফেরৎ ৩৮ জন অস্ট্রেলিয়ান

সিডনি, ১৭ মে (হি. স.) : অবশেষে স্বস্তি পেলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল-ডেভিড ওয়ার্নার-স্টিভ স্মিথরা। ভারতীয় সময় সোমবার সকালেই তাঁরা সিডনি পৌঁছে গেলেন। এখন অবশ্য তাঁদের হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। এর পর নিজের নিজের বাড়ি ফেরার সুযোগ পাবেন অস্ট্রেলিয়ানরা।

মলদ্বীপে প্রায় ১৪ দিন কাটানোর পর। সোমবার বিসিসিআই-এর চাটার্ড বিমানে করে দেশে ফিরলেন আইপিএল ফেরৎ ৩৮ জন অস্ট্রেলিয়ান। সেখানে ক্রিকেটার ছাড়াও, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যাচ অফিসিয়াল, ধারাভাষ্যকর প্রত্যেকেই রয়েছেন। হাসি এই টিমের সঙ্গে দেশে না ফিরলেও, তিনি অন্য বিমানে দোহা হয়ে ফিরছেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য চেন্নাই সুপার কিংস ব্যাটিং কোচ মাইক হাসিকে চেন্নাইয়ে থেকে যেতে হয়েছিল। হাসির করোনা রিপোর্ট বৃহস্পতিবার রাতে নেগেটিভ আসে। তার পর থেকেই তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সোমবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সিডনিতে ৩৮ জনের দল এসে নামে। এ বার সিডনির বিভিন্ন হোটেলে ১৪ দিন নিভৃতবাসে থাকবেন তাঁরা। করোনার জেরে গত ৪ মে আইপিএল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকে মলদ্বীপে চলে আসেন। সেখানেও নিভৃতবাসেই ছিলেন তাঁরা। এ বার দেশে ফিরেও নিভৃতবাসে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরে বাকি বিদেশিরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেলেও, অস্ট্রেলিয়ানরা আটকে পড়েছিলেন। কারণ করোনার জন্যই ও দেশের সরকার ভারত থেকে বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। তার মধ্যে আবার মাইক হাসিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও বাড়ি ফিরছেন। তবে এখনও অনেক অস্ট্রেলিয়ান যাঁরা ভারতে নানা কাজে এসেছিলেন, তাঁরা এখনও দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিক, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন জানিয়েছেন, ক্রিকেটারদের জন্য বাড়তি কোনও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ যে ভাবে নিভৃতবাসে থাকছেন, তাঁরাও সে ভাবেই থাকবেন। অস্ট্রেলিয়ার ফেরত যাওয়ার উড়ান ভাড়া এবং নিভৃতবাসের খরচ বহন করছে বিসিসিআই।

প্রথম মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেতাব জয়ী বার্সেলোনা

ত্রমাদ্রিদ, ১৭ মে ।। চেলসিকে উড়িয়ে দিয়ে মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম খেতাবই জিতে ইতিহাস রচনা করল বার্সেলোনা। একই সঙ্গে স্পেনের প্রথম মহিলা দল হিসেবে ইউরোপের শীর্ষ স্তরের কোনও প্রতিযোগিতা জিতে নজিরও স্থাপন করল কাতালান ক্লাব। অন্যদিকে সমর্থকদের মনে প্রত্যাশা তৈরি করেও ফাইনালে কার্যত আত্মসমর্পণই করল চেলসি।সুইডেনের গুটেনবার্গের গামলা উলেভি স্টেডিয়ামে মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। যে মোকাবিলায় প্রথম থেকেই পাল্লা ভারী থাকে বার্সেলোনার। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই স্প্যানিশ দলের আক্রমণ সামলাতে নাজেহাল হয়ে যায় চেলসির ডিফেন্স। শুরুতেই ভুল করে ফেলে ব্রিটিশ ক্লাব। মেলানি লেউপোলজের আত্মঘাতী গোলে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে যায় চেলসি। কার্যত সেখান থেকে খেলা ধরে নেয় বার্সেলোনা।এরপর ম্যাচ যত এগিয়েছে চেলসির রক্ষণভাগে তত চাপ বাড়িয়েছে স্প্যানিশ ক্লাব। অন্যদিকে প্রতি আক্রমণ নির্ভর রণনীতিতে বার্সাকে কব্জা করার মরিয়া চেষ্টা চালাতে থাকে চেলসিও। যদিও কাজের কাজটি করে যান বার্সার মহিলা ফুটবলাররা। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা আলেক্সা পুটেলাসের গোলে ম্যাচে স্প্যানিশ ক্লাব আরও খানিকটা এগিয়ে যায়। ২০ এবং ৩৬ মিনিটে যথাক্রমে আইটানা বোনমাটি ও কারোলিন গ্রাহাম হানসেনের গোলে জয় নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার।প্রথমার্ধ শেষেই ৪-০ গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায় চেলসি। বেশ কয়েকবার গোলের খুব কাছে পৌঁছেও কাজের কাজটি করতে পারেনি ব্রিটিশ ক্লাব। গোলমুখে মোট ১৭টি শট মারেন চেলসি দলের মহিলা ফুটবলাররা। পাঁচটি শট টার্গেটে রাখতে সক্ষম হলেও দুর্দান্ত দক্ষতায় সেগুলি আটকে দেন বার্সার গোলরক্ষক। ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন স্প্যানিশ ক্লাবের রক্ষণভাগের ফুটবলাররাও। দলের পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত বার্সেলোনা মহিলা দলের কোচ লিউইস কোর্টেস। বলেছেন, ইউরোপে আধিপত্য ধরে রাখাই তাঁদের লক্ষ্য।

করোনা মোকাবিলায় শামিল দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারদের সংস্থাও, খাবার তুলে দিল অভুক্তদের মুখে

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ।। কোভিডে বিধ্বস্ত ভারত। দৈনন্দিন আক্রান্তের সংখ্যা যেমন চার লক্ষ বা সাড়ে তিন লক্ষের পাশাপাশি। তেমনি প্রত্যেকদিন জারি মৃত্যুমিছিলও। এই অবস্থায় অনেকেই করোনা মোকাবিলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। কেউ জোগাড় করে দিচ্ছেন চিকিৎসার সরঞ্জাম, কেউ অর্থ তো কেউ আবার আর্ত, দুঃস্থদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার ভার নিয়েছেন। এগিয়ে এসেছেন দেশের প্রাক্তন-বর্তমান ক্রিকেট তারকারাও। বিরাট-শিখর-শেহওয়াগ-পান্ডিয়া-পাঠান ভাইরা-তালিকা অনেকটাই দীর্ঘ। তাতেই এবার যুক্ত হল দেশের দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারদের বোর্ডও। দরিদ্রদের খাবার দেওয়া কিংবা তাঁদের জন্য চিকিৎসার সামগ্রী জোগাড় করছে তাঁরা। আর এ খবর সামনে আসতেই তাঁদের এই কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা দেশ। করোনা আবহে দেশে বন্ধ প্রায় সবধরনের খেলাধূলা। এমনকী মারণ ভাইরাসের থাবায় মাঝপথেই বন্ধ হয়েছে আইপিএলও। তাই আপাতত ক্রিকেটকে পিছনের সারিতে রেখে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেই বদ্ধপরিকর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়া ।হাসপাতালে খালি বেডের সন্ধান দেওয়া কিংবা পিপিই কিট, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর দিয়ে সাহায্য করাই অগ্রাধিকার বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এমনকী গরিবদের মুখে খাবারও তুলে দিচ্ছেন তাঁরা।সমর্থনম ট্রাস্ট নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোভিড মোকাবিলায় নেমেছে ঞ্জক্ষ্জ। ওই ট্রাস্ট এবং বোর্ডের সভাপতি মহন্তেশ একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় একটি আলাদা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। লোকের বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। করোনা শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষ মানুষকে খাবার খাওয়াতে পেরেছি আমরা। দরিদ্র পরিবারের থেকে রেশন এবং চিকিৎসার সাহায্যের জন্য ফোন পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদেরও সাহায্য করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৫০ হাজার মানুষকে শুকনো রেশন দিয়ে সাহায্য করেছি।

পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি প্রথম সারির যোদ্ধাদেরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদেরও প্রায় ৬৫ হাজার পিপিই কিট দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি, পুলিশকর্মী, চিকিৎসকরাও রয়েছেন।" তাঁদের এই কাজই এবার প্রশংসা কুড়িয়েছে গোটা দেশের।

জীবন যুদ্ধে হার মানলেন ব্যাডমিন্টন দলের প্রাক্তন কোচ এস বালাচন্দ্রন নায়ার, আক্রান্ত ছিলেন করোনায়

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.):করোনায় ফের নক্ষত্রপতন। জীবন যুদ্ধে হার মানলেন ব্যাডমিন্টন দলের প্রাক্তন কোচ এস বালাচন্দ্রন নায়ার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে প্রিয়া এবং প্রিজা।

আসলে বহুদিন ধরেই 'মাল্টিপল মায়লোমা' রোগে ভুগছিলেন বালাচন্দ্রন। সপ্তাহ দুই আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে তাঁকে ভর্তি করা হলেও শেষ পর্যন্ত এই লড়াইটায় হেরে যান বালাচন্দ্রন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে। ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পরই সংক্রমণের মাত্রা হু হু করে বাড়ছে। সেই সঙ্গে গোটা দেশ জুড়ে যেন মৃত্যু মিছিল লেগে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রেটি কেউই বাদ পড়ছে না। খেলার জগতও ছাড় পাচ্ছে না। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন এস বালাচন্দ্রন নায়ার। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কোচিং করিয়ে গিয়েছেন বালাচন্দ্রন। বিমল কুমার, সানাভে টমাস, ভি দিজু, ফতিমা নাজরিন এবং আয়াপ্পান কৃষ্ণনদের মতো খেলোয়াড়রা তাঁর কোচিংয়েই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রায় একদশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন তিনি। বহু সাফল্য রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

নতুন করে বল বিকৃতি কাণ্ডের তদন্ত শুরু হওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছে অস্ট্রেলিয়া

ক্যামেরন ব্যানক্রফের একটা সাক্ষাৎকার থেকেই ফের মাথাচাড়া দিয়েছে বল বিকৃতি কাণ্ড। ২০১৮-র সেই কালো অধ্যায় ফিরে এসেছে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে। সে দেশের বোর্ড ইতিমধ্যেই ফের তদন্ত শুরু করেছে। আর তাতেই ওই টেস্টের সঙ্গে জড়িত থাকা ক্রিকেটার এবং কোচেরা ভয় পেতে শুরু করেছেন।স্টিভ স্মিথ এবং ডেভিড ওয়ার্নারকে এক বছরের এবং ব্যানক্রফকে ৯ মাসের নির্বাসন দেওয়ার পরে থেমে গিয়েছিল তদন্ত। কিন্তু ব্যানক্রফ নতুন করে বলেছেন, ঘটনার ব্যাপারে বোলাররা জানতেন। ফলে প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজেলউডদের ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।সেই অস্ট্রেলিয়া দলের বোলিং কোচ ছিলেন ডেভিড সেকার। এক সংবাদপত্রে তিনি বলেছেন, "সেই সময় আমাদের অনেক কাজ ভুল হয়েছিল। যে যাকে পারছিল দোষারোপ করছিল। অনেককে দায়ী করা যেত। আমি থাকতে পারতাম সেই তালিকায়। অন্য কেউ থাকতে পারত। এই দোষারোপের খেলা থামানো যেতে পারত, কিন্তু থামানো হয়নি, যা দুর্ভাগ্যজনক। ক্যামেরন ভাল ছেলে। ও নিজের দোষ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।"সেকার মনে করছেন, এই ঘটনা এখনই থামবে না। নতুন করে অনেককে এবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাঁর কথায়, "একবার যখন ব্যাপারটা উঠল, তখন ফের একে অপরের দিকে আঙুল তোলা চলতেই থাকবে। আমরা বিরাট ভুল করেছি সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই। শুধু জানতে চাই, এ বার কাকে দোষী খুঁজে বের করা হয়। এটা হল অনেকটা সেই আন্ডারআর্ম বোলিংয়ের ঘটনার মতো। কখনও এ জিনিস থামবে না।

জিদান কি রিয়্যাল ছাড়বেন জল্পনা শুরু হয়েছে স্পেনে

স্পেনের প্রচার মাধ্যমে খবর ওই দেশের ফুটবল মরশুম শেষ হলেই রিয়ালের ম্যানেজার জিনেদিন জিদান ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করতে পারেন ।স্পেনের রেডিও স্টেশন ওরলা সেরোর দাবি জিদান ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন গতকাল সেবিয়ার বিরুদ্ধে লিগে ২-২ ফল করার ফলে।এই ড্রয়ের ফলেই রিয়ালের লীগ টেবিলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া হয়।রিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন জিনেদিন জিদান। এমনটাই খবর স্প্যানিশ মিডিয়া সূত্রে। এই বিষয়ে দলের খেলোয়াড়দের নাকি জানিয়েও দিয়েছেন তিনি। চলতি মরশুমটা একদমই ভালো যায়নি স্প্যানিশ জায়ান্টদের। একের পর এক প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেছে জিদানের দল। গত জানুয়ারিতে কোপা দেল রে-র তৃতীয় ডিভিশনের টিম আলকোয়ানোর কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালেও চেলসির কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে ১২ বারের চ্যাম্পিয়নদের। লা লিগা-র জয়ের স্বপ্নও প্রায় শেষ জিদানের দলের। এরফলেই নাকি ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চিড় ধরেছে জিদানের। তবে এই বিষয়ে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ তথা ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান অবশ্য খোলসা করে কিছু জানাননি। তবে আতলেতিকো বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'কাল কি হবে কেউ জানেনা। তবে আমি এখনও রিয়াল মাদ্রিদের কোচ রয়েছি।' জিদানের এই কথার পরেই জল্পনা আরও বাড়তে থাকে। তবে জিদান রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়লে কোচ হাওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন জার্মানির জাতীয় দলের কোচ জোয়াকিম লো। শোনা যাচ্ছে আগামী বিশ্বকাপের পরই তিনি জার্মানির দায়িত্ব ছাড়তে চলেছে। এছাড়াও কোচের দৌড়ে রয়েছেন ম্যাক্স আলগেরি এবং রাউল গঞ্জালেস।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe—T/13/EE/DWS/AGT-11/2021-22.

The Executive Engineer, DWS Division Agartala-II, Agartala, West District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender in single bid system from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD having experience (certificate to be uploaded along with the tender document) in execution of similar nature of work related to water supply scheme for the work as detailed below.

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	BID FEE	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No.- 10/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No.- 11/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No.- 12/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No.- 13/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
5.	DNIe-T No.- 14/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
6.	DNIe-T No.- 15/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
7.	DNIe-T No.- 16/SE/DWSC/AGT/2021-22	₹87,79,840.00	₹87,799.00	180 days	₹.2,500.00	Appropriate Class
8.	DNIe-T No.-17/SE/DWSC/AGT/2021-22.	₹ 70,49,963.00	₹ 70,500.00	180 days	₹ 2,500.00	Appropriate Class

➢ Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 11/05/2021 at 17.00 hours.
➢ Last date and Time for Document Downloading and Bidding-03/06/2021 up to 15.00 hours.
➢ Date and Time for Opening of Bid- 03/06/2021 at 15.30 hours .
➢ This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For and on behalf 4of the Governor of Tripura.
(Er. A. Debnath)
Executive Engineer
DWS Division, Agt-II, Agartala.

ICA-C-612/2021-22

Dated, the 11 May' 2021.

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Hon'ble Governor of Tripura the undersigned is hereby invites sealed Tender/Quotation from the bonafied/registered suppliers/ Contractors/ Authorized dealers, Manufactures for supply of **QM store items /Signal items and MT** Spare **Parts** as **well as Job Works** during the year 2021-22 to 3rd Bn Tripura State Rifles, Kachucherra, Kamalpur, Dhalai Tripura.
2. Tender forms, Tender Notice, list of items with specification, Terms & conditions etc. may be collected from the Office of the Commandant, 3rd Bn TSR, Kachucherra, Kamalpur, Dhalai Tripura from **17/05/2021 to 24/05/2021** upto **1700** hrs, during office hours on cash payment of Rs.300/- (Rupees three hundred) only being the cost of above documents (Non-refundable).
3. The tender will be received wef. **25/05/2021 to 29/05/2021 at 1700 hrs** and will be opened on **31/05/2021 at 1200** hrs, if possible.

Sd/- (Jal Singh Meena, IPS)
Commandant
3rd Bn Tripura State Rifles.

ICA-C-599/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/ Fishery based SHGs/MSS Ltd.) Of Tepania Block under Udaipur Sub-Division producing available quantity fish fingerling in their owned/lease out water bodies for supply of mixed varieties Major Carp fingerlings in different GP/VC of Tepania R.D Block during the year 2021-22. The last date of submission the tender is upto 4.00 PM of 27/05/2021. The dropping of tender will be eligible for only within Tepania Block area. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 4.00 PM of 21/05/2021, on any working days for collection of the tender form and detail terms and condition. Tender form will be available from 18/05/2021 onwards up to 21/05/2021 on any working days up to 4PM.

Sd/- (B. K. GHOSH)
SUPDT. OF FISHERIES,
UDAIPUR, GOMATI DISTRICT

ICA-C-606/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সোমবার আগরতলায় আইএমএ হলে করোনা টিকা নেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন। ছবি নিজস্ব।

গুজরাট উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় তকতে, তান্ডব চলবে আরও তিনঘন্টা

গান্ধীনগর, ১৭ মে (হি. স.) : পূর্বাভাস মতই সোমবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তা আছড়ে পড়ল গুজরাট উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় তকতে। ইতিমধ্যেই সেই সব অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছেন, "ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলবে আগামী তিন'ঘন্টা ধরে।" রাত ৯টা ১৫ নাগাদ আও একটি টুইটে জানানো হয়, 'ঘূর্ণিঝড়ের চোখ ইতিমধ্যেই স্থলভাগে ঢুকে পড়েছে। আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যেই তা দিউয়ের পূর্বে সৌরাষ্ট্রের উপকূল এলাকা পেরিয়ে যাবে'। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির ফেসবুক লাইভ করে জানান, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রচুর গাছপালা ভেঙেছে ইপকূলবর্তী এলাকাতে। ঝড়ের প্রভাবে গুজরাটের উপকূলবর্তী জেলা এবং দিউয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই গুজরাট উপকূলের পোরবন্দর ও আশেপাশের জেলার প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। প্রশাসনের আশঙ্কা, পোরবন্দর, আমরেলি, জুনাগড়, গির সোমনাথ, ভাবনগরের উপকূল ও আমদাবাদের উপকূল এলাকায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ইতিমধ্যেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও গুজরাটের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৫৪টি দলকে উপকূলবর্তী নিচু এলাকাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ যাতে কম হয়, তার জন্য গুজরাটে মোতায়েন করা হয়েছে সেনা জওয়ানদের। ১১টি নৌ-বাহিনী, ১২টি বন্যা মোকাবিলা বাহিনী এবং মেডিক্যাল টিম মোতায়েন করা হয়েছে ওই রাজ্যে। গান্ধীনগরে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে কন্টোল রুমে থেকে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণী। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি গুজরাট, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীদের এবং দমন ও দিউয়ের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ফোন করেন। এদিকে, সমস্ত রকম সহযোগিতার জন্য তিন বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

গুজরাট উপকূলে আছড়ে পড়ার আগেই মৌসম ভবনের তরফে একটি টুইটে জানানো হয়, সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টি দিউয়ের উপকূল এলাকা থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ৭০ কিলোমিটার এবং মুম্বই থেকে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ২০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। দিউয়ের পূর্বেই পোরবন্দর এবং ভাবনগর এলাকা দিয়েই তা প্রবেশ করবে। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময়ে এই ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ১৫৫ থেকে ১৬৫ কিলোমিটার।

গুজরাটের এক সরকারি আধিকারিক জানান, গত ২০ বছরে এই তকতে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। এর আগে ১৯৯৮ সালে একটি ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডব চালিয়েছিল গুজরাটে। সে বারে প্রাণ গিয়েছিল প্রায় চার হাজার মানুষের।

প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড

আগরতলা, ১৭ মে।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়াবহতা এবার দ্বিতীয় ঢেউ তুলেছে। শত প্রতিরোধ সত্বেও এই ঢেউয়ের তান্ডবে গোটা দেশ দিন দিন দূর্বল থেকে দূর্বলতর হয়ে পড়ছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সংক্রমণের হার গতবছর থেকে বেড়ে যাচ্ছে। হাসপাতালগুলির বেড করোনা পসিটিভ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ভর্তি হয়ে যাবার পথে।

একটা অংশের সহ নাগরিকের অতি সতর্কতা থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার আঁকড়ে ধরে নিজের ঘরে বসে থাকছে এখনই। ফলে অক্সিজেন সিলিন্ডারেরও প্রায় আকাল দেখা দেবার পথে। এই সময়ে টীম নিউজ ভ্যানগার্ড শুরু করছে 'প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড' নামে এক অভিনব কর্মসূচী। আজ আর. এম. এস. চৌমুহনীস্থিত নিউজ ভ্যানগার্ড অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিনব কর্মসূচীর ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে আগরতলা পুরনিগম এলাকার আওতাভুক্ত নাগরিকদের মধ্যে যারা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে হোম কোয়ারান্টাইনে আছেন, তাদের মধ্যে মুমূর্ষু রোগীদের অক্সিজেনের প্রয়োজন মেটানোর যথাসম্ভব দায়িত্ব টীম নিউজ ভ্যানগার্ড কাঁধে তুলে নিচ্ছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান নিউজ ভ্যানগার্ড এডিটর সেবক ভট্টাচার্য। নিখরচায় অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে যাবে বাড়িতে।

কিভাবে যোগাযোগ করবেনঃ অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য করোনা পসিটিভ হওয়ার সার্টিফিকেট, বাড়ির ঠিকানার প্রমানপত্র ও নিম্নগামী অক্সিজেন সিচুয়েশনের রিডিং সহ ভ্যানগার্ডের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ম্যাসেজ করুন। হোয়াটস্যাপ নং ৯৬১২৮১৭৭০৫ এবং ৮৭৯৪৯৭৮৩৫৩ এর পরে নিকটবর্তী ক্লাবে যোগাযোগ করুন, ক্লাব কর্তৃপক্ষ টীম নিউজ ভ্যানগার্ডকে সবুজ সঙ্কেত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর পরিজনেরা ২৪ ঘন্টার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার নিখরচায় পেতে পারেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সেবক ভট্টাচার্য। 'প্রশ্বাসে ভ্যানগার্ড'* নামক পরিষেবাতে টীম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসমে রেকর্ড সংক্রমণ, একদিনে পজিটিভ শনাক্ত ৬,৩৯৪ জন, মৃত্যু ৯২

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : গত দুদিন কিছুটা কমেছিল করোনায় সংক্রমণের সংখ্যা। কিন্তু আজ সোমবার অসমে সর্বকালীন রেকর্ড ভঙ্গ করে একদিনে ৬,৩৯৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া আজ ৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজকের আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে মোট সংক্রমিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৩ জন।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অসম-এর জারিকৃত সর্বশেষ রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ মোট ৪,৭৩৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে বাড়ি ফিরে গেছেন। আজ যে ৬, ৩৯৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মহানগর জেলার, ১,১০০ জন। এছাড়া ৪৫৯ জন আক্রান্তকে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডিব্রুগড় জেলা। এভাবে কাছাড়ে ৩৩৫ জন, বরপেটায় ১৯৫ জন, নগাঁওয়ে ৪৩০ জন, মরিগাঁওয়ে ২১২ জন, দরঙে ২৭২, তিনসুকিয়ায় ১৬৯, গোয়ালপাড়ায় ২৬২, যোরহাটে ১৭৭, নলাবাড়িতে ২০৭, শোণিতপুরে ২৫২, করিমগঞ্জে ১৪১, হাইলাকান্দিতে ১২১, ধুবড়িতে ১৫৭, ওদালগুড়িতে ১৩৯, শিবসাগরে ১৩২, লখিমপুরে ১০৮, হোজাইয়ে ১৫০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া আজকের ৯২ জনকে নিয়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে মোট ২,২৭১ জনের। আজ মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে কামরূপ মহানগর জেলার ২৬ জন।

অসমে আজ মোট ৯১,৪৮১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ থেকে ৬,৩৯৪ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষণের তুলনায় সক্রিয় আক্রান্তের হার ৬.৯৯ শতাংশ। এর আগের দিন শনিবার এই হার ছিল ৮.৫১ শতাংশ। রাজ্যে কোভিড-এ মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৩৫,০২৩ জন। এর মধ্যে সক্রিয় ৪৬,২৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন হাসপাতালে চলছে। এদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৮৬,৪৬৩ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরোগ্য লাভের হার ৮৫.৫০ শতাংশ। বিপরীতে সক্রিয় আক্রান্ত ১৩.৮১ এবং মৃত্যুর হার ০.৬৮ শতাংশ, জানা গেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন দফতর সূত্রে।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল বিশালগড় থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ১৭ মে।। সোমবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর চড়িলাম ফকিড়ামোরা স্থিত সুরেশ দেবনাথের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ নেশা সামগ্রী সহ ব্রাউন সুগারের কোটা উদ্ধার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। এলাকাবাসীরা সুরেশ দেবনাথের ছেলে অসীম দেবনাথ কে এর আগেও বহুবার সাবধান করেছিল যে নেশা সামগ্রী বিক্রি করা বন্ধ করতে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সোমবার দুপুরে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকাবাসীরা।তবে সোমবার সকাল থেকেই পাহাড়া দিচ্ছিলো এলাকার মানুষ। একজন সেবনকারীকে আটক করেছে এলাকাবাসী। কিন্তু পুলিশ দেরিতে আসায় অসীম দেবনাথ ও সেবনকারি দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে ব্রাউন সুগার সহ খালি কোটা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এলাকাবাসীরা জানায় অসীকে যদি আর কোনদিন এই অসামাজিক অবৈধ নেশা বামিজ্যের সাথে যুক্ত থাকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেবে।। স্থানীয় যুবকরা বলেন তার এই অবৈধ নেশা বানিজ্যের কারণে ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে যুবসমাজ।

ভেস্তে গেল দাসনা দেবী মন্দিরের পুরোহিতকে খুনের পরিকল্পনা, দিল্লি পুলিশের জালে এক জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি. স.) : দিল্লি পুলিশের জালে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর এক সদস্য। পুলিশ জানিয়েছে, দাসনা দেবী মন্দিরের পুরোহিত স্বামী যতি নরসিংহানন্দকে খুনের পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লি এসেছিল সে। দিল্লিতে তার হোটেল রুম থেকে গেরুয়া পোশাক উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। তল্লাশির সময় জানের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জনিয়েছে, জেরায় নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে জান। এই মুহূর্তে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করছে দিল্লি পুলিশ।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সেন্ট্রাল দিল্লির পাহাড়গঞ্জের এক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে জান মহম্মদকে। ইয়াতি নরসিংহানন্দকে খুনের পরিকল্পনায় অনেটাই এগিয়ে গিয়েছিল সে। এই কাজের জন্য জান মহম্মদকে মোট ৪১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তার ব্যাগ থেকে একটি পিস্তল এবং গুলি ভরতি ২টি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়েছে। গেরুয়া কুর্তা এবং একটি সাদা পাজামা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে তার ব্যাগ থেকে। গ্রেফতারের পর জান মহম্মদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, সে কাঠের কাজ করে। পুলওয়ামায় আবিদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় গত বছর ডিসেম্বরে। তার পর থেকে নিয়মিত তাদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ ছিল। আবিদ নাকি জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করত। ফেব্রুয়ারিতে আবিদ দিল্লি আসে। এবং পরে ইয়াতি নরসিংহানন্দকে খুন করার দায়িত্ব দেয় জান মহম্মদকে।

এই কাজের জন্য জান মহম্মদকে প্রশিক্ষণও দেয় আবিদ। সেই সঙ্গে নগদ সাড়ে ৬ হাজার টাকাও দিয়েছিল। এবং পরে ৩৫ হাজার টাকা অনলাইনে ট্রান্সফার করে। এবং দিল্লিতে আবিদের এক বন্ধুর কাছ থেকে বন্দুক কিনে নিতে বলে। কী করে গেরুয়া বসনে মন্দিরে প্রবেশ করে পুরোহিতকে খুন করতে হবে তার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয় জান মহম্মদকে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই পুলিশের জালে পড়ে গেল দার। এবার তাকে জেরা করে আবিদের বন্ধুর খোঁজ করছে পুলিশ।

এর আগে দাসনা দেবীর মন্দিরের এই প্রধান পুরোহিত ইয়াতি নরসিংহানন্দ একাধিক বার বিতর্কিত মন্তব্য করেন। ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দিল্লিতে ইয়াতি নরসিংহানন্দের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। এবার তাঁকেই পাক মদত পুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে বলে দিল্লি পুলিশের দাবি।

রাধানগরে বিদ্যুৎ যন্ত্রণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার রাধানগর পঞ্চায়েতে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বিদ্যুৎ নিগমের হেলদোল নেই। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ভোক্তারা।দুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বিদ্যুতের দেখা পায়নি কমলাসাগর বিধানসভার রাধানগর পঞ্চায়েতের জনগণ। তাতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসের সিনিয়র ম্যানেজার ভূপেন্দ্র ভৌমিকেৰ বিরুদ্ধে। জানা যায় ,রবিবার সকাল বেলা আচমকা কালবৈশাখীর ঝড়ে রাধানগর পঞ্চায়েত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২-ডিজি কোভিড ওষুধ ভারতের বৈজ্ঞানিক শক্তির বড় উদাহরণ ঃ রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): হায়দরাবাদের রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২-ডিজি কোভিড ওষুধ তৈরি করেছে ডিআরডিও-র পরীক্ষাগার নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্স (ইনমাস)। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে এই ওষুধ। উপসর্গ কমাতেও সাহায্য করে এটি। সোমবার এই কোভিড ওষুধ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আসার পর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'ডিআরডিও এবং ডিআরএল দ্বারা তৈরি করা ২-ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ (২-ডিজি) ওষুধ কোভিডে কার্যকর প্রমাণিত হবে। এটা আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক শক্তির বড় উদাহরণ। এ জন্য আমি ডিআরডিও এবং এই ওষুধের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'এই ওষুধের সম্পর্কে আমি বলতে চাই, এই ওষুধ আশা ও উচ্চাশার নতুন আলো। তবে এখনই আমাদের নিশ্চিত হওয়ার দরকার নেই, দরকার ক্লান্ত হওয়ারও। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, 'অক্সিজেন সরবরাহের বিষয় হোক, ওষুধের বিষয় হোক অথবা আইসিইউ বেডের বিষয় হোক, আমরা সর্বদা সামগ্রিক পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে দেখেছি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভালো ফল পেয়েছি আমরা।'

প্রসঙ্গত, কোভিডের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ২-ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ (২-ডিজি) তৈরি করেছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। সোমবার তা আনুষ্ঠানিক ভাবে সামনে আনলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। এদিন ডিআরডিও-র তৈরি কোভিডের ওষুধ ২-ডিজি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনের হাতে তুলে দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, এরপর হর্ষ বর্ধন সেই ওষুধ তুলে দেন দিল্লি এইমস-এর ডিরেক্টর ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়ার হাতে।

জুন থেকে সমস্ত হাসপাতালে কোভিড ওষুধ ২-ডিজি : সতীশ রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): আগামী জুন মাস থেকে দেশের সমস্ত হাসপাতালেই পাওয়া যাবে কোভিড ওষুধ ২-ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ (২-ডিজি)। আপাতত এইমস, সশস্ত্র বাহিনীর হাসপাতাল, ডিআরডিও হাসপাতাল এবং যেখানে প্রয়োজন পড়বে সেখানেই ব্যবহার করা হবে ২-ডিজি। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর চেয়ারম্যান জি সতীশ রেড্ডি।

হায়দরাবাদের রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২-ডিজি কোভিড ওষুধ তৈরি করেছে ডিআরডিও। সোমবার এই ওষুধ আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আনলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। এদিন ডিআরডিও-র তৈরি কোভিডের ওষুধ ২-ডিজি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনের হাতে তুলে দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, এরপর হর্ষ বর্ধন সেই ওষুধ তুলে দেন দিল্লি এইমস-এর ডিরেক্টর ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়ার হাতে। পরে ডিআরডিও চেয়ারম্যান জি সতীশ রেড্ডি বলেছেন, 'প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচ (২-ডিজি) সীমিত ব্যবহৃত হবে। আপাতত এইমস, সশস্ত্র বাহিনীর হাসপাতাল, ডিআরডিও হাসপাতাল এবং যেখানে প্রয়োজন পড়বে সেখানেই ব্যবহার করা হবে ২-ডিজি। জুন থেকে সমস্ত হাসপাতালে পাওয়া যাবে ২-ডিজি।'

jagarantripura

নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু

বাংলার সাথে এখন হিন্দি খবর-ও

hindi.jagarantripura.com

ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্বের মৈত্রী সেতু আরএসএস

নাগপুর, ১৭ মে (হি.স.): উগ্রবাদী প্যালেস্টাইন সংগঠন হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে বিশ্ব মতাদর্শগত দিক দিয়ে বিভক্ত বলে মনে হচ্ছে। এমতাবস্থায় ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে বন্ধুত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, এই বন্ধুত্বের সেতু তৈরি করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। ভারতের স্বাধীনতার ৯ মাস পর ইজরায়েলও একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিগত ৭৩ বছরে ইজরায়েল ও ভারতের বন্ধুত্বে মতাদর্শগত সমর্থন রয়েছে। এই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ ও বিশ্বাস বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ প্রচারক হরি নারায়ণ পালকর ইজরায়েলের ইতিহাস নিয়ে একটি বই লিখেছেন। পালকরের বইয়ে মুগ্ধ হয়ে ইজরায়েল সে দেশে পালকারের নাম একটি রাস্তার নাম রেখেছে। এ বিষয়ে বিশদে প্রবীণ সাংবাদিক সুধীর পাঠক বলেছেন, নিজেদের মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বজুড়ে থাকা "ইহুদি জনগণ" সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁদের পরবর্তী নতুন বছর মাতৃভূমি ইজরায়েলে উদযাপন করবেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, "ইহুদি জনগণ" সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব দেশ তৈরি করেছিল। ইজরায়েলের চিন্তাভাবনা এবং সঙ্ঘের আদর্শের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তৎকালীন মহারাষ্ট্র প্রান্তে সঙ্ঘের কার্যবাহ নানা পালকর ইহুদি জনগণের ইতিহাস নিয়ে "ছল সে বল কি ওর" নামক বই লিখেছিলেন। যে কোনও দেশের ধারণায় জমির টুকরো গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং জাতীয়তাবাদ মানুষের মনে থাকা আবশ্যিক। নিজের বইয়ে এটাই উল্লেখ করেছিলেন পালকর। পাঠক বলেছেন, ইজরায়েলিরা যখন এই বইটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, তখন ভারতের ইজরায়েল দূতাবাসের এক কর্মকর্তা নানা পালকরের সন্ধানে মুম্বইয়ে অবস্থিত সঙ্ঘের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। যদিও, তার আগেই নানা পালকরের মৃত্যু হয়েছিল। পাঠক বলেছেন, নানা পালকরের লেখা বইয়ের অনুলিপি নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে। কিন্তু, ইজরায়েল সরকার নিজেদের দেশের একটি রাস্তার নামকরণ করেছিলেন নানা পালকরের নামে, এভাবেই তাঁকে সম্মান দিয়েছিল ইজরায়েল সরকার। পালকের স্মৃতি সমিতি নানা পালকরের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা পালকর স্মৃতি সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান বিগত ৫ দশক ধরে রোগীদের নিরন্তর সেবা করে চলেছে। এই সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবী রোগীদের স্বল্প হারে এবং বিনামূল্যে সেবা দেওয়া হয়। সমিতির সেবামূলক কাজে মানুষ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

আইসক্রিম ফেক্টরিতে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। সোমবার দিন দুপুরে বিশালগড়ের লাল সিং মুড়া স্ট্যান্ড এলাকায় বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট এর ফলে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিশালগড় ওল্ড লালসিংমুড়া স্ট্যান্ড এলাকায় আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে। জানা যায় মালিক ভাত খাওয়ার জন্য বাড়িতে চলে যান। ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের অতিরিক্ত ভোল্টেজে শর্ট সার্কিট হয়ে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে যায়। পার্শবর্তী দোকানদার খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অফিসে। সেখান থেকে কর্মীরা এসে আগুন আয়ত্তে আনেন। জানা যায় অনেকদিন যাবত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।